কবিতা-শতক



ব্রাহ্মণবাড়িয়া—উপাসনা সমাজের

সেক্রেটারী—

শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—হিতৈষিণী-যন্ত্রে,

শ্রীসাধুচরণ চন্দ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১ বাং ৫ই ভাদ্র।





সূচী পত্র।



কবিতা-শতিকা



অঞ্জলি

(মাতৃ-পদে)

মাগো ! পদধূলি করিয়া গ্রহণ,
পূজিতে বাসনা যুগল চরণ।
পবিত্র অমল, চরণ কমল,
দেও মা— করিব অঞ্জলি অর্পণ
তুমি মা সাক্ষাৎ ধরিত্রী জননী,
দয়ার্দ্র-হৃদয়া দেবী পরাত্মনী,
তুমি জয়া শিবা দুঃখাপহারিণী,
আরাধ্যা পাবনী দেও মা চরণ।

তুমি ধৃতি ক্ষমা, স্বাহা স্বধা জয়া,
শান্তি পোষ্টী গৌরী বরদা বিজয়া,
উন্নতি সৌভাগ্য বর্দ্ধিত আমার,
তোমারি স্নেহেতে— দেও মা চরণ॥
কলাপাতে লিখি আদর্শ অক্ষর,
দিয়েছিলে শিক্ষা, তুমি মা সুন্দর,
শিখায়ে ছিলে মা মুখে মুখে তুমি,
কবিতা লহর করিয়া যতন।
"কবিতা শতক" তাহারি মা ফল,
রাখিব চরণে বাসনা প্রবল,
কর মা কর মা চরণেতে স্থান,
কহিছে তোমার আঁকুটে সন্তান॥ (১)

বেদনা।

শিখি নাই মরিতে,— ধরিতে প্রহরণ।
কেমনে মরিব,— নাশিব বেদনা হায়!
বৃথা গর্ব্ব, বৃথা অভিমান, বৃথা ধরি,
মানব শরীর,— মানবের নাম! ছিল
নাকি যারা, অতিমূর্খ, অসভ্য বর্ব্বর;

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান। লজ্জা
রাখিব কোথায়? অগৌরব অহর্নিশি—
—দিতেছে যাতনা, দংশিছে মশক সম
তিতিক্ষা সতত। অনুতাপানলে দগ্ধ—
মর্ম্ম স্থল। নাই শক্তি সাহস উদ্যম।
ঝরে অশ্রু শত ধারে। করিলে শ্রবণ
বৃক্ষপত্রে আলোড়ন, চমকিয়া উঠে,
প্রাণ। যাবেনা যাতনা থাকিতে চৈতন্য
দেহে। কাঁদিতে শিখেছি, মরিব কাঁদিয়া॥ (২)

বিলাপ

আশাছিল শিক্ষিত ভারত বাসী, হবে
উন্নত প্রধান, লভিবে পূর্ব্ব গৌরব।
অসম্ভব অগৌরব হইবে বিনাশ।
কিন্তু কার্য্য কালে দেখাল সকলে মিলি
—কিরূপে গহ্বর হয় উন্নত শিখর,
কিরূপে অঙ্গার হয় হীরক উজ্জ্বল,
কিরূপে অধম হয় পদার্থ উত্তম,

কিসে হয় নীচাশয় সদাশয় জন,
কিসে হয় অমানুষ মানুষ সন্তান।
কিসে করে সিংহের শাবক শৃগালের
পূজা। পারিনা এদৃশ্য হেরিতে আঁখিতে
আর। করিছে মাতৃরক্ত পান, হানিয়ে ভীম
কুঠার, জননী বক্ষে। আহা কি দুর্গতি!
নিদারুণ পরিতাপ, দৃশ্য ভয়ানক॥ (৩)

ভারতের এই পরিণাম?

অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী উন্নত ভারত
হয়েছে এখন দীন, পথের ভিকারী,
ক্ষমতা কাঙ্গাল। দীনতার দুরগন্ধে
ভরা সর্ব্ব অঙ্গ, ধর্ম্মেও কাঙ্গাল হায়!
হয়েছে অধম অতি; বিলুপ্ত প্রতিভা।
নাই উচ্চ ভাব, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে
—কেবলি অনন্ত, অভাবের অট্ট হাস
প্রকাশ সতত; বাহু বল, ধন বল,
নিমগ্ন গভীর জলধি গহ্বরে; কিবা
খেলিবেক প্রতিযোগী খেলা— ছিল আশা

ধর্ম্মেতে হবে উন্নত। তাতেও আঘাত—
—পরবল বৈরী— 'পরধর্ম্ম ভয়াবহ',
উন্মার্গগামী বালক, উচ্ছৃঙ্খল যুবা,
বৃদ্ধ ক্লিষ্ট, ভারতের এই পরিণাম ? (৪)

আঁধারে ভারত।

চৌদিকে জ্যোতির রেখা— ভারত আঁধারে
—প্রদীপ্ত দীপ শিখার নিম্ন দেশ সম।
ইংলণ্ড, ইটালি, ফ্রান্স, জর্ম্মাণ, মার্কিণ,
জাপান উজ্জ্বল অই আলোক মণ্ডিত সদা।
বাণিজ্য শিল্পের কৌশল প্রতিভা, বিদ্যা,
জ্ঞান মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড, বিতরে কিরণ
ভারত ব্যতীত। দিব্যালোকে দিব্য শোভা
নেহারি নয়নে বিহরে আনন্দে কত।
চক্ষুষ্মান ভীমবপূ ভারত এখন
হইয়াছে অন্ধ, দেখেনা কিছুই চক্ষে ;
তথাপি আকাঙ্ক্ষা মনে করিবে গ্রহণ
ঋষিদের ঋদ্ধিপদ। দেখিবে আবার
চক্ষে, হবে পুন চক্ষুষ্মান মন্ত্র বলে!
ভ্রম, ভ্রম, মহাভ্রম, আঁধারের খেলা॥ (৫)

সভ্যতা।

সভ্যতা! বেড়েছে বহু সমৃদ্ধি তোমার।
ক্ষান্ত দাও এবে, দেখাইবে কত আর,
জীব হত্যা, নর হত্যা রণ কণ্ডুয়ণ
স্পৃহা। মানব মর্দ্দন কল, সম্মোহন
শস্ত্র, শেমিজ, মেক্সিম, কামান ভীষণ,
শোণিত তর্পণ, ভ্রাতৃ ব্যাপাদন ক্রিয়া।
উচ্চ তুমি, বিশ্বব্যাপী গৌরব তোমার।
ব্যবহারে কিন্তু নীচতার পরিচয়—
দিতেছে প্রচুর, শ্রম জীবীদের অন্ন
করিতে হরণ, করিয়াছ তুমি চারু
তাড়িতের তার, সুন্দর দ্বিচক্র যান,
বাষ্পীয় শকট আর যন্ত্র যুক্ত তরি,
বিলাসী প্রধান তুমি— তোমারি রচনা
দুগ্ধফেননিভ শয্যা— প্রমোদ উদ্যান॥ (৬)

যুদ্ধ।

বিশ্বময় হাহাকার তোমারি প্রসাদে,
তোমারি ভীম কবলে লক্ষ লক্ষ দেহ

হতেছে বিগত প্রাণ; সভ্যতা উন্নতি
তোমারি চরণ সেবা করিছে সতত।
বধিতে সোদর তুমি, ধরি প্রহরণ
কর ভীম আস্ফালন। শিল্পের চাতুরী
বলের পরীক্ষা— বিদ্যা জ্ঞানের গৌরব—
তোমারি পূজার ফুল— অপূর্ব্ব কুসুম!
শিক্ষিত উন্নত নর পুঙ্গব সকল
—তব ধ্যান পরায়ণ— যশস্বী জগতে।
অকৃপা তোমার, অতি অযশ আকর,
করে দীনতার বৃদ্ধি— মানবে বর্ব্বর।
হলে তব অন্তর্ধান থাকিব আরামে,
কাঁদিবনা ভ্রাতৃ শোকে, হলেও বর্ব্বর। (৭)

জাপান।

সমুদিত পৃথিবীর নব বিভাকর—
পূরব আকাশে। নিরখি জ্যোতি উজ্জ্বল,
মুদিল আঁখি ভল্লুক, গণিল প্রমাদ।
স্তম্ভিত শক্তি সমস্ত, বিস্মিত ভুবন
বাসী বীর পুত্র যত। ইয়ালু নান্‌শান

ওয়াকাং কাউর ক্ষেত্রে পড়িল প্রথমে
প্রখর প্রতিভা— অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব ;
হয়না তুলনা। মানিল বিস্ময়, পূর্ব্ব
—ইতি কথা যত। নাচিল আনন্দে শ্যাম,
নাচিল ইংলণ্ড, নাচিল ভারত বাসী,
নাচিল মার্কিণ— ছুটিল প্রীতি প্রবাহ—
মিশি প্রশান্ত সাগর জলে। জলে স্থলে
সম প্রভা, অদ্ভুত উদ্যম পরাক্রম—
—আবিষ্কার কীর্ত্তি— ধন্য, ধন্যরে জাপান। (৮)

সন্তান।

কুল দীপ পুত্র, মানস সরস জাত
প্রফুল্ল কমল সম। বুক ভরা আশা
লইয়া জনক— করে সন্তান পালন,
শ্রমার্জ্জিত অর্থ করি অকাতরে ব্যয়।
নাহি চাহে প্রতিদান কিম্বা উপকার ;
চাহে মাত্র ভক্তি অনুরাগ— বিপরীত
হলে তার, নাহি থাকে দুঃখের অবধি।

ভাগ্যহীন পিতা— গণে পরমাদ, ভাসে
আঁখি নীরে, ভাবি সন্তানের পরিণাম।
হইলে শান্ত সন্তান, থাকিলে সতত
অধ্যয়ন অনুরক্ত, ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্রতী—
কায়মনোবাক্যে পিতা করে আশীর্ব্বাদ
হউক সুখ সম্মান; বুঝে নাকি ইহা
যে প্রাণ প্রতিম পুত্র— সেইত সন্তান। (৯)

সমাজ।

সমাজ তোমার হস্তে ন্যস্ত, কোটি কোটি
মানবের কোটি কোটি প্রাণ; সুখ দুঃখ
ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল মন্দ, মরণ বাঁচন।
শিক্ষাদান ছলে তুমি কর সংহরণ
স্বাস্থ্য আয়ু ধর্ম্ম বল। আন মহার্ঘতা
বাণিজ্যের ব্যপদেশে, বাড়ায়ে অধর্ম্ম বংশ।
বিলাসিতা কর বৃদ্ধি করি সভ্যতার
ভান। অনটন বিতরণ কর তুমি
অহর্নিশি। মদ্য বিক্রেতার শিরে দাও
হীরক মুকুট, হইয়া মদিরাশক্ত।

আসিয়াছে দেশে মহা দরিদ্রতা, তব
ব্যবহারে, অন্নাভাবে জীর্ণ শতশত
নারীনর, চিতাভস্মে আবৃত সমস্ত
দেশ। মরি কি বিচিত্র চিত্র সমাজের! (১০)

মানব।

সৃষ্টির প্রধান তুমি হে মানব! হবে
শান্ত সমাহিত পবিত্র নির্ম্মল তুমি।
পাইয়া ক্ষমতা হস্তে— কেন কর আহা
মন্দ ব্যবহার। সবেনা ধর্ম্মের গায়।
স্বার্থ পর তুমি অতি, হরিয়া অন্যের
গ্রাস, তৃপ্ত হও তুমি; সত্যের গৌরব
নাহিক তোমার কাছে,— চুরিতে চতুর
তুমি, নিবারিতে জিহ্বা জঠরের জ্বালা
কর কত প্রাণী বধ। ইতর প্রাণীর
প্রতি নাহিক মমতা তব, স্বেচ্ছাচারী
মহাক্রুর ধর্ম্মদ্রোহি, নিরদয় তুমি।
অত্যাচরে তব— হয়েছে মশান সম
পৃথিবীর পুত ভূমি। নিশ্চয়, নিশ্চয়
তুমি,— বিকট বদন করাল কিঙ্কর। (১১)

জাপান যুবক।

মরিতে শিখেছি আমি— করিব শোণিত
দান, স্বদেশ সম্মান রক্ষণে। করিব
স্বজাতির হিত, রাখিব মরিয়া কীর্ত্তি;
দলিব সহস্র শত্রু অবলীলা ক্রমে।
এক ধ্যানে, এক মনে, করিব অর্চ্চনা
জননী জন্ম ভূমির; করিব উজ্জ্বল
মুখ। দিবনা আসিতে দেশে পরকীয়
বাণিজ্য সম্ভার। অনুরাগে অহর্নিশি—
গাব বীরদর্পে, বীর গাঁথা। দেশ বৈরি—
মম বৈরি করিব সতত জ্ঞান; ধরি
ভীম অসি বেড়াইব নির্ভয় অন্তরে।
পলাইবে মৃত্যু ভয়েতে আমার। বীর
দেশে, বীর মাতৃ গর্ব্ভে জনম আমার।
দেখাইব সিংহ সম ভীম পরাক্রম। (১২)

জাপান মহিলা।

কিসে আমি ন্যূন? কিবা বাড়া উপাদান
পুরুষ শরীরে। একিআত্মা, একিপ্রাণ,

একি রক্ত মাংস অস্থি উভয়ের অঙ্গে ;
তবে কেন স্বাধীনতা করিব সংহার।
লভিব, লভিব, যত্নে বিদ্যা, ধর্ম্ম জ্ঞান
করিব অর্থ অর্জ্জন— দেশের কল্যাণ।
শিখাব সতত সন্তান সকলে আমি—
বীর ধর্ম্ম বীর গাঁথা, হইব হইব
বীর প্রসবিনী ; সাজিয়া রণের সাজ
যাব রণাঙ্গনে ; খেলাব বীরত্ব খেলা।
প্রকৃতি পুরুষ এক, হইবে যখন,
মানিবে বিস্ময় বিশ্ব নিশ্চয় তখন,
বিধাতার সৃষ্টি, বিধাতার লীলা, মিলি
প্রকৃতি পুরুষ, করিব বিশ্বের কাজ। (১৩)

জাপান জননী।

উঠ ! নিদ্রিত সন্তান ! কর শক্তি সেবা
লক্ষ্মী, বাণী, হবে বশ ; শিখরে যতনে
কার্য্য করী বিদ্যা,— বিজ্ঞান জ্ঞান কৌশল।
আসিলে সম্মুখে শত্রু কাঁদিবে নতুবা।
বেড়াও আতপ তাপে, হউক শরীর

শক্ত। ভিজরে বৃষ্টি বাদলে, হবেনা
ব্যগ্র পীড়া, সহ্য কর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চাও
যদি হইতে স্বাধীন, উন্নত প্রধান।
শক্তির সেবাতে হবে বিধ্বস্ত নিপাত,
অমিত বিক্রম বৈরি, পালাবে পশ্চাতে
হটে, সিংহের সংগ্রামে মৃগ শিশু যথা।
মথিয়া সমুদ্র বারি— দেশ দেশান্তরে
যাওরে ছুটিয়া। আন দেশে বিদেশের
অর্থ; বাণিজ্যে উন্নতি হউক প্রমাণ। (১৪)

জাপান সম্রাট।

যাও যাও বীরগণ! রাখিতে সম্মান
করিতে মুখ উজ্জ্বল, সদর্পে সগর্ব্বে
কররে শত্রু সংহার, স্তম্ভিত হউক
বিশ্ব, নিরখি সাহস কৌশল বিক্রম।
জলে স্থলে সমভাবে দেখাও বীরত্ব,
করোনা কাকেও ভয়, মৃত্যু রোগ গ্রস্থ
সবে। মরিবে, মারিবে, সম্মুখ সমরে
শত্রু শত শত; হবে অনন্ত কল্যাণ।

সমর শয্যায় করিলে শয়ন, সুখ
লাভ স্বর্গ বাস হবে ধ্রুব পরকালে,
জয়েতে আনন্দ শান্তি ত্রিদিব আসন
ইহ লোকে লভে অরিন্দম বীর যত।
ধর অসি, পর অঙ্গে অক্ষয় কবজ,
ধাও দ্রুতপদে, করি হুঙ্কার গর্জ্জন। (১৫)

জাপান জনক।

একি শুনিলাম হায়! হলোনা কেনরে
মৃত্যু শুনিবার আগে? মরিলনা কেন
পুত্র সম্মুখ সমরে। আহত হইয়া
আসিল গৃহেতে ফিরি; কেমনে দেখিব
মুখতার? দুঃখ, দুঃখ, ভয়ানক দুঃখ।
মন্দ ভাগ্য আমি— অতি মর্ম্মাহত আজি,
হইল অক্ষম পুত্র চির দিন তরে।
সাধিতে দেশের হিত— স্বজন কুশল
সম্রাটের শুভ, পারিবেনা আর। দুঃখ
রাখিব কোথায়? কহিব কাহাকে আমি?
অযশ হইল বড়। পড়িল অশনি

শিরে। বীর জাতি মোরা, করি অবহেলে
বীর কর্ম্ম সম্পাদন ; কেনরে ভাবনা ;
নিবনা এ পুত্র ঘরে— করিব বর্জ্জন ॥(১৬)

জাপানের জাতীয় উৎসব।

ছিল একদিন— লক্ষভেদ ধনুর্ভঙ্গ
পণ,— বায়ব্য আগ্নেয় অস্ত্রের গৌরব,
প্রহেলিকা সম— শুনি উপকথা কর্ণে,
না হয় প্রত্যয়— আঁখিতে দেখিনি বলি।
অসভ্য জাপান— খেলিয়া বীরত্ব খেলা
হইল স্বাধীন— হইল প্রধান। দেখ
তাহাদের কীর্ত্তি— প্রশান্ত সাগর বক্ষে
জাতীয় উৎসব খেলা বীরত্ব বাহার!
শেমিজ গ্যানের গুড়ুম্, গুড়ুম্, ধ্বনি।
গোলন্দাজের গোলা বৃষ্টি, অশ্ব সাদীর
ভীম আস্ফালন। রণ বাদ্য ভয়ঙ্কর,
প্রকম্পিত জল স্থল— ভূকম্পনে যেন।
সংত্রাসিত রুষরাজ, করিল মস্তক
হেট। আতঙ্কে অস্থির সেনানী সকল। (১৭)

স্বদেশ হিতৈষী।

যত শোভা পায় মণি— রমণীর গলে,
যত শোভা পায় ধনী পারিষদ দলে॥
যত শোভা পায় শশী গগন মণ্ডলে,
যত শোভা পায় অসি বীর করতলে॥
যত শোভা পায় ভৃঙ্গ অমল কমলে,
যত শোভা পায় শৃঙ্গ গিরিময় স্থলে॥
যত শোভা পায় হরি শ্বাপদের দলে,
যত শোভা পায় তরী সাগরের জলে॥
যত শোভা পায় সতী মহিলা মহলে,
যত শোভা পায় যতি নিবিড় জঙ্গলে॥
যত শোভা পায় হীরা কিরীট কুণ্ডলে,
যত শোভা পায় বীরা মানব মঙ্গলে॥
তাহার অধিক শোভা ধরে ধরাতলে,
স্বদেশ হিতৈষী জন আপনার বলে॥ (১৮)

বিবেক।

বড়ই দুর্ম্মুখ তুই দুরন্ত বিবেক,
পারিনা বুঝাতে তোরে, নাহি তোর জ্ঞান।

দিবা নিশি তোর লাগি ক্ষতি হয় মোর।
কত সুখ পাই আমি, অসত্য আচরি,
কত সুখ পাই আমি, প্রতি হিংসা করি,
কত সুখ পাই আমি, করি ধূর্ত্তপণা,
কত সুখ পাই আমি, করিয়া বঞ্চনা,
পারিনা পারিনা হায়, তোর লাগি আমি।
হইয়াছি তোর লাগি পথের ভিকারী,
হইয়াছি তোর লাগি বিজন বিহারী,
হইয়াছি তোর লাগি বিপদে পতন,
শুনিনা শ্রবণে— আহা মধুর ভাষণ।
কি বলিলে। ভ্রান্ত বুদ্ধি বিলাসী মানব।
বিবেক বিভুর বাণী— করোনা বর্জ্জন। (১৯)

মরিয়াছি বহুদিন।

মরিয়াছি বহুদিন! দেহেতে থাকিলে
প্রাণ, হইত কি সহ্য— তিরস্কার গালি—
নিদারুণ অপমান, হতো কি বিনষ্ট
গুরু গীর্ব্বাণ আমার? উন্নত মস্তক
হইয়াছে অবনত, কৃষকের অন্নে,
হতেছে আমার, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ।

যোগা'ছে অপরে বস্ত্র, নাহিক লজ্জার
লেশ, নির্লজ্জ অধম আমি, দগ্ধ হৃদি
ত্রিতাপে সতত, রুগ্ন দেহ, ভগ্ন প্রাণ,
নাহিক আনন্দ চিত্তে, খেলি অহর্নিশি
নিরানন্দ খেলা, আসেনা হাসি বদনে ;
চিতানল সম জ্বলে অন্তর্দাহ সদা।
কি আর মরিব আমি— গত বহু দিন
হইয়াছে মৃত্যু— এখন শুধু সৎকার। (২০)

কি হলো ?

কি হলো কে করে সুধার কায়!
উহু উহু উহু বিষম দহনে,
দহিল দহিল দহিল কায়,
বাঁচিনে বাঁচিনে বাঁচিনে জীবনে
কেনরে আজিকে কিসের কারণে,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ।
কেই বা কি হেতু মানস কাননে,
কিসের অনল করিল দান॥
একিরে একিরে হঠাৎ কেনরে,
উথলি নয়ন বারিধি বারি।

দেহের দুকুল ভাষায়ে দিলরে,
কি হলো কিছুই বুঝিতে নারি ॥
অহো প্রেম পোড়া ধন ধান্য ভরা,
মন প্রাণ হরা এধরাতল।
কেন যেন জ্ঞান হইতেছে জরা,
কেজান কারণ বলরে বল ॥
আগেতে প্রভাতে ঝোপের ভিতর,
রঞ্জিয়া রক্তিম রঙ্গেতে রবি।
হাসিয়ে নাশিয়ে তিমির নিকর,
দেখাত সুন্দর সুরম ছবি।
বিকাল বেলায় বারিধি বেলায়,
বেড়াতে যেতেম কল্পনার সনে।
মৃদুল সমীরে জুড়াইত্ত কায়,
কতই প্রমোদ পশিত মনে ॥
নীর নিধি কিবা খেলিত লহরী,
কল কল স্বরে করিত গান।
ভাষাতেম দেহ তাহার উপরি,
ডুবিয়ে যেত্তেম ধরিয়ে তান ॥
আবার যেতেম অচল চূড়ায়,
আকাশ সরসী হিমানী ময়।

মুগ্ধ হত মন স্বভাব শোভায়,
বলিতাম মুখে জয় ব্রহ্ম জয়॥
যেতেম গিরির গভীর গহ্বরে,
যেখানে বিহরে বিষম সাপ।
হেরি অহিবরে ছুটাছুটি করে,
পালাতেম্ বলি বাপরে বাপ॥
সেখান হইতে দৌড়িয়ে আবার,
চলিয়ে যেতেম যমের বাড়ী।
দক্ষিণ দুয়ার ঘোর অন্ধকার,
পাপীর পিঠেতে পিটিছে বাড়ি॥
যম দূতগণ ভুতের মতন,
বিকট আকার বিকট চোক।
পাপীদের ধরি করিছে ক্ষেপণ,
জ্বলন্ত অনলে কতই রোক॥
অদূরে নরক কুণ্ডের ভিতর,
কিলি বিলি কেঁচো করিছে সব।
ডুবিছে উঠিছে পাপিষ্ঠ নিকর,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি করিছে রব॥
যেতেম আবার নন্দন কাননে,
যেখানে বিহরে অমর বধু।

লইয়ে পৌলমী সহস্র লোচনে,
পান করে সদা প্রণয় মধু ॥
পারিজাত ফুল তুলিতেম কত,
কত গাঁথিতাম তাহার হার।
ফেলিতেম কত ছিঁড়েতেম কত,
বহিয়ে শিরেতে প্রমদ ভার ॥
আজিকে কেনরে কিসেরে কারণে,
সেসব ভ্রমণে বাসনা নাই।
দহিল দহিল বিকট দহনে,
উহু উহু মরি কোথায় যাই ॥
কিসের অনল হইয়া প্রবল,
হৃদয় কানন করিছে ছার।
হায় হায় হায় কি হল কি হল,
বাঁচিনে বাঁচিনে বাঁচিনে আর। (২১

কর কি ?

কর কি ধরায় পাতিয়ে আসন,
খেলাও কি খেলা সুখে সর্ব্বক্ষণ,
দেখ কি ভাবিয়া শেষের সেদিন,
কত ভয়ঙ্কর অসুখ অপার।

নিয়ে দারাসুত প্রিয় পরিবার,
অবিরত কর আমার আমায়,
ভ্রমেও ভাবনা অন্তিমের কথা,
কর কি বসিয়া মনরে আমার।
যাইবে যখন চলিয়া যৌবন,
হবে কষ্টকর জীবন ধারণ,
দেখি কি ভাবিয়া হবে কিবা গতি,
সেই দুরদিনে বিনা হাহাকার।
মহাভ্রান্ত মন, ভ্রম পরমাদে,
রয়েছ ডুবিয়া অনন্ত বিষাদে,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার,
কর কি বসিয়া মনরে আমার।
নাহি হিতাহিত ভাল মন্দ জ্ঞান,
পরমার্থ বোধ সুকৃতি সন্ধান,
ভুলেছ সকলি কোহকে মায়ার,
আছে অভিমান পূর্ণ অহঙ্কার।
আশার ছলনে মায়ার বন্ধনে,
ডুবে আছ ভব— বারিধি জীবনে,
নাহি পরকালে, ভয় কি প্রত্যয়,
কর কি বসিয়া মনরে আমার॥ (২২)

কিছুনা

কি করি? কিছুনা, দেখনা ভাবিয়া,
সকলি আঁধার কি কাজ কহিয়া,
বলে পশু, পক্ষী, তরু, লতা, বন,
কিছুনা কিছুনা আমিত্ব আমার ॥
দেহ, আত্মা মন কিছু আমি নই,
চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, আমি কিসে কই,
আমি কিছু নই সকলি বিকার,
কিছুনা কিছুনা আমিত্ব আমার ॥
সুখের সংসার প্রিয় পরিজন,
প্রীতি ভালবাসা মিষ্ট আলাপন,
যাবেনা কিছুই সঙ্গেতে আমার,
কিছুনা কিছুনা আমি কি আমার ॥
ধন জন গর্ব্ব গৌরব সম্মান,
যশ কীর্ত্তি লাভ জাতি কুল মান,
কিছুই ধরায় নহেত আমার,
কিছুনা কিছুনা আমি কি আমার ॥
ইচ্ছাময় যিনি ইচ্ছাতে তাঁহার,
চলি বলি ঘুরি মেদিনী মাঝার,

করণ কারণ তিনি মূলাধার,
কিছুনা কিছুনা আমিত্ব আমার ॥
আমি করি কার্য্য কৃতিত্ব আমার,
বৃথা অভিমান, বৃথা অহঙ্কার,
মোহিনী মায়ার লীলা চমৎকার,
কিছুনা কিছুনা আমি কি আমার ॥* (২৩)

সুখ।

১। সুখ! তব নিবাস কোথায়?
যথা নির্ঝরিণী, শোক দুঃখ নিবারিণী,
শ্যামল শিখরী পদ ধৌত করি ধায়
বাস তুমি করকি তথায়?
২। যথা প্রকৃতি দেবী র'ন।
গাঁথিয়ে ফুলের মালা, সাজায়ে ফুলের ডালা,
আনন্দে বন্দেন বিশ্বনাথের চরণ,
তথায় কি তোমার ভবন?

* আমার অঙ্গুরিয়কে "কর কি" লিখা ছিল। বন্ধু ভগবানচন্দ্র সেন উকীল তাঁহার অঙ্গুরীতে "কিছুনা" লিখিয়া উত্তর দেন। তদুপলক্ষে এ কবিতা দুটী রচিত। বন্ধু আজ পরলোকে।

৩। গিরি শৃঙ্গ পর্ব্বত গুহায়—
অথবা নির্জন বনে, এক ধ্যানে এক মনে,
যোগিবর মগ্ন যথা যোগ সাধনায়।
নিবাস কি তোমার তথায় ?

৪। যথা দুঃখী কৃষকের চিত,
যার করে দেহ জল, লভিবারে শ্রমফল,
দিনা শেষে পরিবারে দে'খে হরষিত
তথায় কি তুমি বিরাজিত ?

৫। দয়াশীল ধর্ম্মশীল জন,
দেখিয়া দুঃখীর দুঃখ, ভুলিয়া নিজের সুখ,
প্রাণপণে পর দুঃখ করে বিমোচন
তথায় কি তোমার সদন ?

৬। ঐ যে ক্ষুদ্র নগণ্য জাপান,
শিরে স্বাধীনতা ধন, যতনে করি রক্ষণ,
ক্রমেতে উন্নতি পথে করিছে গমন
তথায় কি তোমার ভবন ?

৭। প্রুসিয়ার নব অভ্যুদয়ে
যথা রণরঙ্গে মাতি, গরবে ফুলায়ে ছাতি,
বিখ্যাত ফ্রান্সকে দাপে কাঁপায় নির্ভয়ে।
তথায় কি থাক স্থির হয়ে ?

৮। কিংবা যথা রুষিয় কুমার।

লইয়ে কসাক দলে, লঙ্ঘি শত্রু পদ দলে,

লভিতে বাসনা করে পৃথ্বী অধিকার

তথায় কি তোমার আগার ?

৯। যথা বৃটনিয়া আবাস,

স্বাধীন প্রকৃতি জনে, রত শাস্ত্র আলাপনে,

বাণিজ্যে শিল্পেতে করে কৌশল প্রকাশ,

তথায় কি তোমার আবাস ?

১০। এভারতে কোথা তুমি আছ ?

নাহি তুমি ধনী গেহে, নাহি তুমি দীন দেহে,

নাহি তুমি মধ্যবিত্তে কোথা লুকিয়াছ ?

কেন নিরদয় হইয়াছ ?

১১। গৃহাশ্রমে তোমারে না পাই ?

হা অন্ন ! হা অর্থ ! করি, কাটি দিবা বিভাবরী,

কলঙ্ক কালিমা মুখ বিমর্ষ সবাই

কলহেতে মত্ত ভাই ভাই।

১২। তব দেখা পাব নাকি আর ?

তোমারে পাবার তরে, হৃদয় ক্রন্দন করে,

দেখ দেখ দেখ মুখ দেখ একবার।

আকাঙ্ক্ষা বড় আমার। (২৪)

কোরিয়া।

পীতসমুদ্রের পীতপূত জল ধৌত,
কোরিয়া হবে কাহার? মাঞ্চুরিয়া সহ
গলগলি করি,— নিয়ে আর্থার বন্দর।
রুষাতঙ্কে পীতাতঙ্ক ভীম বিষর্ষণ
লাগিল সহসা,— মর্কট ভল্লুকে যথা।
কৌতুকে দেখিছে রঙ্গ,— সমরের খেলা,—
শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মবিন্দু, কিনশান্তারের
উষ্ণপ্রস্রবন, শীত সমিরের গিরি-
গহ্বর। অত্যাশ্চ অদ্ভুত প্রস্তর চারু,
অনশ্বর অটবী, ভাষমান পাষাণ,
প্রস্রবণ দম্পতি,— অদ্ভুত সৃষ্টি শোভা—
অচল অটল তুমি, নীরবে সমস্ত
করিতেছ সহ্য; বাঙ্গালি কবির মত।
বলনা কোরিয়া তুমি, হইবে কাহার? (২৫)

আবেগ।

আতপ তাপিত মরু মাঝারে বসিয়া,
গায় আফ্রিক নন্দন স্বদেশ গৌরব।

গায় সুধাকণ্ঠে আজন্ম আঁধারে থাকি
মেরু বাসিগণ, আপন দেশের গীত।
আনন্দে মাতিয়া, নাচিয়া নাচিয়া অই
দেশের সোহাগে গলি— নীর নিধি বক্ষে
বসি দ্বীপ বাসীগণ— গায় অনুরাগে,
"আমার জনম ভূমি ভুবনে অতুল"
পাগল হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, গাও
ভারতের কবি; নাহি থা'ক কণ্ঠে স্বর
করে বীণা সুশোভনা, ভাবেতে মজিয়া
গাওরে তথাপি— শুধু মুখে ধরি তান—
—আমার জনম ভূমি ভুবনে অতুল।
ঢালিছে সতত প্রাণে আনন্দ আসার॥ (২৬)

মার্কিণ।

সুদূর সাগর বক্ষে— কোথায় মার্কিণ
তারাও উঠিল জাগি— সুপ্তোত্থিত সিংহ
সম! দেখাতে জগতে কৃতিত্ব কৌশল,
করিতে জগতে স্বর্গের সৌভাগ্য ভোগ।
ধনেতে মার্কিণ কত উন্নত প্রধান?
বলেতে মার্কিণ কত উন্নত প্রধান?

বিদ্যাতে মার্কিণ কত উন্নত প্রধান ?
শিল্পেতে মার্কিণ কত উন্নত প্রধান ?
দেখরে বিশ্বের নচ্ছার অধম জাতি।
কত রবে অবলার ধরিয়া অঞ্চল :
তারাও মানব, তুমিও মানব, কেন
হেন তার তম্য— আকাশ পাতাল ভেদ ?
পারি কি বলিতে কেহ নিরপক্ষ ভাবে ? (২৭

জর্ম্মাণ।

নবোদ্যমে নবীন জর্ম্মাণ, করি যত্নে
চাণাক্য কণিকে বশ, মন্ত্র বলে যেন,
নিয়াছ শিখিয়া সুন্দর সংস্কৃত ভাষা,
লভিয়াছ দৈব শক্তি দেব পরাক্রম ;
বৈদিক বলেতে হইয়াছ বলশালী।
মহাকর্ম্ম বীর, কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ।
তোমারি নির্ম্মাণ বিসমার্ক, যশ কীর্ত্তি—
ফ্রান্সের প্রাণ সমাধা, অন্তর্জাতি বিধি,
বার্লিনের মহাসন্ধি— কৌশল কৃতিত্ব।

তোমারি রচনা অধুম অশব্দ শস্ত্র,
বিষম সমর জয়ী সুনিপুণ সেনা,
তুমি ধনে জনে জ্ঞানে মানে সমুন্নত
বিশ্বে। গাইছে তোমার যশ সমতানে
সমস্ত শক্তি। তোমারই সন্তান আর্য্য। (২৮)

গ্রীক।

তুমি আমার, আমি তোমার, ছিল কথা
এক দিন। দাস দাসী সহ করেছিলে
তুমি কন্যা রত্ন দান। তোমারি সন্তান
ছিল প্রহরী আমার,— বিশ্বাসের পাত্র।
এখন তুমি কোথায়, আমি বা কোথায়,
দেখকি আঁখি দুটী মেলি? তুমিও দূরে,
আমিও দূরে, হয়না দুজনে আলাপ।
কিসে রবে পরিচয়, পূর্ব্বের সম্বন্ধ?
রাজ দ্বারে শ্মশানে আর বিপদ সময়ে
যে করে সাহায্য, সেইত বান্ধব। আমি
বিপন্ন এখন— কি কর বন্ধুর কাজ?
বন্ধুত্ব বন্ধন গিয়াছে ছিঁড়িয়া হায়?

"বুঝিলাম বুঝিলাম বুঝিলাম সার
সময়ে সকলি করে বন্ধু ব্যবহার" (২৯)

অনুকরণ।

হে অনুকরণ প্রিয়—অধম নিকৃষ্ট
জাতি, পারনা ভালটী করিতে গ্রহণ ?
নৈপুণ্য, কৌশল, শক্তি, কার্য্য-করী-বিদ্যা—
উদ্যম, সাহস, দেশ হিতৈষণা ব্রত।
আছে নাকি অপকৃষ্ট আপাত মধুর
যত— সিগারেট, হেডকোট, অঙ্গরাগ,
বিলাসিতা, ব্রাণ্ডি ব্যবহার, অভিমান,
দর্প, অযোগ্য আহার, অযোগ্য বিহার,
ক'রেছ সুখে গ্রহণ, কোমল বালক
সম। হতেছে লাঞ্ছনা লাভ, মুহুর্মুহু
মুষ্টিযোগ ; খেয়েছ লজ্জার মাথা, পর
পরিচর্য্যা পরায়ণ। শিখিয়াছ ভাল
পরের চরণ রেণু, লইতে মস্তকে ;
করিতে দেশের নিরাপত্তি সর্ব্বনাশ। (৩০)

স্বাবলম্বন।

স্বাবলম্বন সেবক যারা— জানে তারা
কি সুখ স্বাবলম্বনে। নাই অধীনতা—
নাহি ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা, তর্জ্জন, গর্জ্জন,
কট মট দৃষ্টি। শান্তি সুখে কাটেকাল।
স্বাবলম্বনে আত্মার বাড়ে স্বাধীনতা
হয় নিজের উন্নতি— দেশের মঙ্গল.
বাণিজ্যের বৃদ্ধি, অর্থকরী বিদ্যালাভ।
সে স্বাবলম্বন ব্রত, নাহিক ভারতে
হায়! হইয়াছে বৃত্তি ভোগী, অতি দীন।
কিন্তু ব্যবহারধর্ম্মে পূর্ণ স্বাবলম্বী,
ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ধর্ম্ম, প্রমাণ তাহার।
গ্রাসাচ্ছাদনে অক্ষম,— উঞ্ছ বৃত্তি সার;
শশী মুখে অহর্নিশি রাহুর সঞ্চার।
শিক্ষিত যুবক! মেলিবে কি আঁখি দুটি? (৩১)

বাগ্মী।

বর্ণমালা মুখস্থ পারগ বাগ্মি! হয়েছে,
অসহ্য অত্যন্ত আন্দোলন তূর্য্য ধ্বনি।

শত সভাসমিতি— প্রস্তাব, সমর্থন,
হতেছে অতি উত্তম। কেবলি প্রার্থনা,
করতালি বাক্যব্যয়, কার্য্যে শূন্য গর্ত্ত।
চাহি ভিক্ষা— চাহি উচ্চ রাজ পদ, আত্ম
শাসনের অধিকার, গোচারণ মাঠ,
পিপাসায় স্নিগ্ধবারি, বিচার সাশন
বিধি সংশোধন ; ভিক্ষুকের মনোরথ
হয় কি ভিক্ষায় পরিপূর্ণ কোন কালে।
প্রার্থনা কান্নায় নাহি হয় নিবারণ,
জঠরের জ্বালা,— বিনে তৃপ্তিকর অন্ন।
উচ্চ অভিলাস থাকিলে অন্তরে, কর
অনুষ্ঠান ব্রত— প্রতিযোগী কার্য্যশিক্ষা। (৩২)

বর্ণস্বামী

বর্ণস্বামি ! পণ্ডিত তুমি—পণ্ডাবুদ্ধির
পরিচয় দিয়াছ বিস্তর। শিক্ষা, কল্প,
সাহিত্য, দর্শন, বেদ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
উপনিষদ, বিজ্ঞান, শিক্ষাতে ভক্ষণ
করিয়াছ তুমি ; উত্তর জীবীর জন্য

রাখ নাই কিছু। একাধারে তুমি—শ্বেত
কৃষ্ণ দুটি মূর্ত্তি। বদনে ধার্ম্মিক তুমি,
অন্তরে পাষণ্ড। বলিহারি তব, ধন্য
গুণপণ;— বিচিত্র উজ্জ্বল অতি। তুমি
পাতিত্তে পারগ, প্রক্ষিপ্ত ক্ষেপণ প্রিয়,
স্বারথ সাধনে বিশেষ পটু। অপটু
শুধু লজ্জা নিবারণে; অযাজ্য যাজনে
আকাঙ্ক্ষা অনেক— জাতি ভেদ কীর্ত্তি স্তম্ভ
তোমারি রচনা; তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! (৩৩)

কার তরে।

কার তরে খাটিলাম; রক্ত করিলাম
জল। না ভাবিয়ে, না বুঝিয়ে, সুধা জ্ঞানে
করিয়াছি হলাহল পান। ভাঙ্গিয়াছি
নিজ হাতে ছায়াময় তরু। নিবেগেছে
চির তরে শান্তিময় দীপ। ভেঙ্গেগেছে
শতভাগে সরল হৃদয় খানি। ভাই,
বন্ধু, আত্মপরিজন, সোনার সংসার,
হয়ে গেছে মাটি। অপার অগাধ সিন্ধু

সলিলের নীচে, আকাশে পাতালে
পশিয়া নীরবে (না খেয়ে না শু'য়ে আমি)
খুজিলাম কত, মিটিলনা মনোরথ।
সহিলাম শত্রু উপহাস, পদাঘাত
শত। কোথা সাম্য, স্বাধীনতা মৈত্রি! দেখ,
ডুবিলাম মজিলাম আমি—কারতরে? (৩৪)

সংসার রূপের হাট।

সংসার রূপের হাট ; আঁখি দুটা নিয়ে
ঠেকেছি বিষম দায়। রূপের পুতুল
কত, হেরিতেছি অহনিশি ; মিটিলনা
তবু সেরূপ লালসা,— কি দোষ আঁখির,
বাঁধিতে পারিনা মন। ভালবাসে মত্ত
মন, সুন্দর সুন্দর রূপ ; পরিহরি
চঞ্চলতা— কিবা যেন মধু আকর্ষণে।
চিত্রের চম্পকে বসি ভ্রমর যেমন—
ফিরে আসে ক্ষুন্ন মনে, ফিরিবে কি হায়
তেমতি আমার মন? করিতে শক্তির পূজা—
—ভক্তিতে বসিয়া সেই স্বস্তিক আসনে?
দেখিতে চাহিলে সুখের সুন্দর মুখ,

কর অঞ্জলি অর্পণ— স্বাধীন প্রমত্ত
ভাবে, শক্তির চরণে ; ঘু'চে যাবে জ্বালা। (৩৫)

বুদ্ধ।

তামসী নিশার গাঢ় অন্ধকারে যথা
সাধিতে জীবের হিত, স্থাপিতে অহিংসা,
পরম ধর্ম্ম, নাশিতে অধর্ম্ম আচার,
করে ছিলে ত্যাগ (নির্ব্বাণ মুক্তির লাগি)
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য, প্রাণের দয়িতা, পুত্র,
পিতা, মাতা,— মহাত্যাগী মহাযোগী তুমি।
পড়ি শঙ্কটে, ডাকি আমি, বিনয় নম্র
বচনে, এসো সিদ্ধার্থ ! এসো আরবার,
হিংসার বিকট মূর্ত্তি, বিহরে সতত
বিশ্বে, জীব সংহারের নাহিক বিরাম।
মানব মুমূর্ষ প্রায়, বাসনা বহ্নিতে
পোড়িছে মরিছে নিত্য : নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান॥
পরিহরি স্বর্গ রাজ্য, দাও এসে পুন,
স্বর্গের সান্ত্বনা ; সমাধি শান্তি নির্ব্বাণ। (৩৬)

খৃষ্ট।

করুণার খণি, আদর্শ হৃদয় তব,
করেছিল এক দিন জগতের হিত।
বিনাশিতে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ লিপ্সা,
বিলাইতে ক্ষমা, মমতায় বশীভুত
করিতে মানব, জীবন পুস্তকে তুমি
লিখিছিলে কত, পবিত্র স্বর্গের বাণী।
দেখ ক্ষমাবীর! বেড়েছে আবার বিশ্বে,
হিংসা, অত্যাচার, ক্রোধ, প্রতিশোধ লিপ্সা।
একে, অন্যে ছলেবলে করিছে সংহার।
তোমার শোণিত দেব! করেছিল নাকি
যে শুভ সাধন, ভুলেছে খৃষ্টান তাহা;
আবার আসার হইয়াছে প্রয়োজন।
তাইতো করি প্রার্থনা, এসো আরবার;
হউক শান্তির রাজ্য, জগতে স্থাপন। (৩৭)

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন! দুঃখে বড় দহিছে হৃদয়,
দিলে পঞ্চখানি গ্রাম—সন্ধিতে সম্মতি,

হতোনা হতোনা রণ,—কুরুক্ষেত্র ভূমে
মরিতনা অষ্টাদশঅক্ষৌহিনী সেনা—
রথ, রথী, গজবাজী, পদাতিক সহ।
হতোনা ভারত কাঙ্গাল, ক্ষমতা হীন।
উরুতে বসায়ে যবে দ্রুপদ বালায়,
হরিতে তাহার বস্ত্র করেছিলে চেষ্টা—
খশায়ে মাথার বেণী,—অভিমান ভরে।
তখনি তব সংহার লিখেছিল বিধি
প্রস্তর ফলকে। মরিলে মজালে দেশ—
তুমি কুলাঙ্গার। দেশের পরম শত্রু।
ত্রিশ কোটি কণ্ঠ দিতেছে তোমাকে ধিক,
কাঁদিয়া বিষাদে কত মর্ম্ম বেদনায়। (৩৮)

সিরাজ।

বঙ্গাধিরাজ সিরাজ! তুমি পরলোকে।
পুত আত্মাতব, দেখিতেছে আমাদের
অবিমৃষ্যকারীতার, অতি মন্দ ফল।
ইতিহাসে নাহি লিখা, কোন নৃপতির
এহেন লাঞ্ছনা। অহো কিবা পরিতাপ!
পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তুমি, ছিলে বঙ্গাধিপতি,

পর মুহূর্ত্তেই হলে, শত খণ্ডে দ্বিধা,
সুতীক্ষ্ণ খড়্গ আঘাতে। এবে হইতেছে
তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ; নাহি জানি
কবে হবে অবসান অভিশাপ ভোগ।
ছাড়ায়ে গিয়াছে সীমা, এখন কেবল
জ্বালা—বিভীষিকা, মৃত্যু ভয়, আর্ত্তনাদ—
অহনিশি অশ্রুপাত, হইয়াছে সার।
নবাব! কি কব দুঃখ, আমরা পাষণ্ড। (৩৯)

স্মৃতি।

করিল করিল স্মৃতি! সময়ের স্রোত
তোমার সৌষ্টব নষ্ট ; পাশ্চাত্য পণ্ডিত
হানিছে শ্রীঅঙ্গে তব তীক্ষ্ণতর বাণ।
হইবেনা তন্ত্র মন্ত্রে এ শত্রু সংহার।
চাহি অঙ্গরাগ, অটুট অস্ত্র ধারণ,
যজ্ঞের প্রসাদ কিম্বা হোমের আঘ্রানে
হবেনা এ শত্রুবশ। দ্বৈরথ সমরে
করিতে হইবে জয়—(মানিবে বশ্যতা)।

হইয়াছে জীর্ণ, পূর্ব্বতন কলেবর,
নাহলে বাজীকরণ—পুনর্ব্বার বল
সঞ্চার। হইবে বিলুপ্ত গৌরব নাম।
হও সংস্কৃত, আপন শক্তিতে আবার;
সময়োপযোগী সজ্জা করি পরিধান।
দেখুক জগত, এখনো আছে জীবন। (৪০)

জন্মস্থান গীত।

আনন্দ আকর, সুখ বৃদ্ধিকর,
জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন।
বৃদ্ধি বিরাজিত, ঋদ্ধি সমন্বিত,
জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন।
বালক বোধন, বৃদ্ধ বিনোদন,
যুবজন মন, দীপন মোদন,
সকল রঞ্জন, বিকল গঞ্জন,
জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন।
প্রবাল পলল, মলয় শীতল,
সুজল সুফল, পূর্ণ পরিমল,
নন্দন নিন্দিত, সুন্দর শোভিত,
জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন।

পল্লব প্রসূন পাদপ রঞ্জিত,
ললিত লতিকা প্রতান ভূষিত,
অখণ্ড খণ্ডিত, মাধুরী মণ্ডিত,
জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন।
শাসন ভাষণ পালন পোষণ,
অশন বসন দান পরায়ণ
মানস মোহন, রস নিকেতন,
জন্মস্থান মম প্রাণ প্রসাদন।
শ্যাম শস্য ক্ষেত্র নেত্র সুশোভন,
উত্তম ঔষধি গিরি, নদী, বন,
চির সুখ ধাম, স্বর্গ ভূমি নাম,
জন্ম ভূমি মম, প্রাণ প্রসাদন। (৬১)

ভারত সঙ্গীত

দেব গিরী বিভাস—একতালা।

ভারত সন্তান, হও এক প্রাণ,
গাও গাও গাও ভারতের গান।
ভারত বরষ, আনন্দ হরষ,
সাদরে সতত, করিতেছে দান।

ভারতের মাটি করে বিতরণ,
শস্য রত্ন সহ রজত কাঞ্চন,
তোমারি হইয়া, ভালটী ভাসিয়া,
উদরের জ্বালা, করে নিবারণ।
খোল খোল খোল হৃদয়ের দ্বার,
শয্যাটি ছাড়িয়া উঠ একবার,
দেখুক জগৎ এখনো ভারত
নহে নিদ্রাগত, আছে সে জীবন।
করিয়া উত্থান কর এই পণ,
করিবে দেশের হিত আমরণ
পরের বসন, পরের ভূষণ,
করিবেনা কেহ অঙ্গেতে ধারণ।
মাতৃ পদ তলে মস্তক রাখিয়া,
হও দলবদ্ধ সকলে মিলিয়া
করিতে উন্নত, কৃষকে সতত,
কৃষক দেশের দেহ প্রাণ মন।
বাক্য বিন্যাসেত বাড়িবেনা বল,
শিক্ষা দীক্ষা সব হইবে নিষ্ফল,
অনুষ্ঠান ব্রত, না হলে নিয়ত,
হবেনা হবেনা, উন্নতি কখন।

প্রিয়তম বন্ধু কৃষক সবার
যোগায় বসন যোগায় আহার,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, কৃষক নিচয়ে,
ভ্রমেও কর কি, প্রিয় সম্বোধন।
কৃষকের যত হবে অমঙ্গল,
যাইবে তোমরা তত রসাতল,
না কাটিয়ে কাল, ধর দেখি হাল,
থাকিলে দেশের হিতে আকিঞ্চন।
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ প্রিয় জন্মস্থান
গাইলেও মুখে লক্ষ লক্ষ গান,
না হলে বিস্তার, শিল্পের প্রচার,
কৃষীর উন্নতি, নিশ্চয় পতন।
থাকে যদি প্রাণ, মঙ্গলের আশা,
জনম ভূমির, লও ভাল বাসা,
হও ভাগ্যবান, ভারত সন্তান
জননীর ধন, করিয়া গ্রহণ। (৪২)

সেবক সেনার প্রতি।

বাজিল বাজিল সিঙ্গা ঢাক ঢোল,
সেবকের দল, হও অগ্রসর,

ধর খরশাণ, অনুরাগ বাণ,
জীবন সংগ্রাম—বড় ভয়ঙ্কর।
দেখ দেখ অই পরশ্রী কাতর,
হানিছে গোপনে সূচী মুখ শর,
কর্ত্তব্য সাধনে, ধাও এক মনে,
হইবে তাহারা, অধীন কিঙ্কর।
দেখ দেখ অই ধনুক ধরিয়া,
নিন্দুকের দল আছে দাঁড়াইয়া,
নির্ভয় অন্তরে, তাহাদের পরে,
বে'ছে বে'ছে মার, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর।
দেখ দেখ অই বিপদ বিলাস,
আছে দাঁড়াইয়া করিতে বিনাশ,
অসি নিষ্কোষিয়া তাদেরে শাসিয়া,
কর কর কর, সাহসে নির্ভর।
দেখ দেখ অই আসিয়াছে রণে,
মাৎসর্য্য মহিষ অনিষ্ট সাধনে,
বিপুল বিক্রমে, কৌশল উদ্যমে,
তাহাকেও কর, বিপন্ন কাতর।
অই দেখ হিংসা কেশরী কুমার,
আছে দাঁড়াইয়া করিতে সংহার,

অনুরাগ ভরে, উঠ অসী করে,
দেখিবে কেশরী, নহে ভয়ঙ্কর। (৪৩

তোষামোদ।

আহা মরি তোষামোদ! কিগুণ তোমার,
দিয়াছ উত্তম শিক্ষা, বঙ্গ পুত্রে তুমি।
থাকিলেও রক্ত মাংস বিপুল শরীরে,
হয়েছে তোমার দাস— নিরুদ্যম, ভীরু,
অতি লঘু। নাই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, উচ্চ ভাব।
ধনী কি নির্ধন, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত,
সবাকার সমগতি— কথায় পণ্ডিত।
নাই কার্য্যের ক্ষমতা— পূর্ণ পরাভূত
জীবন সংগ্রামে। চাটুকার বিবেষ্টিত;
সম্মুখে অনল কুণ্ড— পশ্চাতে আঁধার।
কি আঁকিব চিত্র আর বল না বাঙ্গালি!
ক্ষোভে দুঃখে বলি আজি বিধাতার কাছে—
—হউক প্রলয়, করুক বিনষ্ট বঙ্গ,
বঙ্গবারিনিধি, হউক পুনঃ পত্তন। (৪৪

বঙ্গ জননী।

বঙ্গ জননীর, আঁখিভরা নীর পারিনা হেরিতে আর।
নাহিক মায়ের, বদনেতে হাসি, আঁখিতে অশ্রু আসার॥
শিক্ষাতে সন্তান, হইবে উন্নত, ছিল আশা জননীর।
ভাগ্য দোষে হায়, হইল বিফল, ঘটিল দুঃখ গভীর॥
জাগ জাগ জাগ, বাঙ্গালি বালক, কর মায়ের অর্চ্চনা,
হইবে মঙ্গল, হাসিবে জননী, ঘুচিবে দুঃখ বেদনা॥
হইবে আবার, ঘরে ঘরে ধ্বনি, বাণিজ্যে লক্ষীর বাস।
হইলে প্রফুল্ল, কৃষকের মুখ, আসিবে আবার হাস॥
বুঝিবে আবার, ঘৃণাই কেবল, লাভ নৃপতি সেবায়।
বলিবে সকলে, ঘরে ঘরে পুনঃ, নাহিক লাভ ভিক্ষায়॥ (৪৫)

ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি।

পারিনা পারিনা পারিনা যে আর
দেখিতে আঁখিতে পাপ ব্যভিচার,
হয়েছে অসহ্য, অত্যাচার জ্বালা—
দেখরে দেখ অনন্ত মায়াতি।
ছাড়িছে বিষাদ নয়নের জল,
কুৎসার কাহিনী স্মরিয়া কেবল

সম স্বরে অই, বলিছে সকলে,
ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি ॥
হায় হায় হায় একি সর্ব্বনাশ
উঠিল উঠিল মাতৃ ভূমে বাস,
নাহিক আচার, নাহিক বিচার,
নিবিল নিবিল সোহাগ বাতি।
নূতন সভ্যতা করিয়া প্রবেশ,
মজাইল দেশ, ঘটাইল ক্লেশ,
অনুকার মদে, মাতিল সকল
ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি।
পরিবর্ত্তনের ধুঁয়াটি ধরিয়া,
আনন্দে বাঙ্গালি উঠিল নাচিয়া,
ধরিল কৌতুকে বাঙ্গালি যুবক,
বিলাস বালার মস্তকে ছাতি।
পরিচর্য্যা ব্রত গ্রহণ করিয়া,
কর্ত্তব্যাধিকার গিয়াছে ভুলিয়া,
মজিয়ে নিজেরা মাজাইল দেশ,
ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি।
আগেওত ছিল স্ত্রী শিক্ষা পদ্ধতি,
স্বামীতে জায়াতে মিশামিশি অতি,

ছিলনা ছিলনা মহলে মহলে,
বিষাদ খেদ এত দিবারাতি।
দুঃখের কাহিনী পারিনা কহিতে
মনেলয় ভাঙ্গি মস্তক মুষ্টিতে
ঘটাল এদশা ঘরে ঘরে অই,
ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি।
দেখনা দেখনা বাঙ্গালি সন্তান
আত্মদ্রোহ ব্রত কর সমাধান,
বক্তৃতা বহ্নিতে, জ্বালাইয়া দেশ,
পুড়িছ কুমারে মারিছ নাতি॥
চিতা ভস্মে পূর্ণ, হইলরে দেশ,
কথায় কি কব করিয়া বিশেষ,
আজি নয় কালি, মুখ হবে কালি
ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি।
ভ্রাতার সর্ব্বস্ব করিয়া হরণ
ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য মহাজন,
কুসীদ জীবীর আদর্শ উজ্বল,
কি আঁকির ছবি, কি দিব ভাতি।
ছাড়রে ছাড়রে বধূর অঞ্চল,
শিক্ষিত গর্ব্বিত বাঙ্গালি সকল,

শুন কর্ণ পাতি—বলে বিশ্ব বাসী
ভূতলে অধম বাঙ্গালিজাতি। (৪৬)

মহাবাণী।

একদা নিশিতে দেখিল শুভ স্বপন,
মোহ বিজড়িত প্রাণ, করিল শ্রবণ,
মহাবাণী এক— বীণা বিনিন্দিত ধ্বনি।
—"জাগনা জাগনা ভারত ললনা, রবে
কত নিদ্রাবেশে আর, হইয়া শিক্ষিতা,
শিখাও সন্তানে, পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান।
করনা গ্রহণ, দেশের মঙ্গল ব্রত,
হওনা দীক্ষিতা, কর্ত্তব্যাধিকার মন্ত্রে,
কেন দাসীপণা— কেন ভোগের ভাগিনী?
হও বীর মাতা, বীরের গেহিনী বীরা,
না জাগিলে নারীকুল— ভাঙ্গিবেনা নিদ্রা
কোন দিন, কোন কালে ভারত বাসীর।"
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর— বিস্তম্বিত আঁখি;
দেখিল সম্মুখে এক— দরিদ্র দম্পতি। (৪৭)

শ্রীরামমোহন।

হিন্দুর নরক, যবনের জাহান্নাম,
খৃষ্টানের হেল হইতেও ভয়ানক,
হয়েছিল অতি ভারতের পুণ্য ভূমি ;
দেখিয়া দেশের দশা, ধর্ম্মের অবস্থা,
কেঁদেছিল তব প্রাণ, শ্রীরামমোহন।
দলিতে দুর্ম্মতি দলে, ধরি ছিলে অসী—
বিপুল বিক্রমে বলবান বীর সম।
করিতে দেশের হিত, স্বজন মঙ্গল,
যাইয়া ইংলণ্ডে, ত্যজিলে মানব দেহ,
বৃষ্টলের ভীমকক্ষে। অলোকসামান্য
তরু হইল বিনাশ। কাঁদিল ভারত,
ইউরোপ, এমেরিকা, নিদারুণ শোকে।
গিয়াছ রাখিয়া কীর্ত্তি, ধ্বনিছে সমাধি
তব,— মরনাই তুমি, রয়েছ জীবিত। (৪৮)

ইংলণ্ড।

লওহে লও ইংলণ্ড ! লও উপহার।
ছিলাম তিমির গর্ত্তে, বহুদিন হায় —

প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপা। নাহি ছিল জ্ঞান।
করেছ সিংহ বিক্রমে তুমিই উদ্ধার।
দেখিতে পেতেছি আলোক রেখা আঁখিতে।
নাই আর কারাবাস, অযথা পীড়ন,
অসম্ভব অত্যাচার, গিয়াছে বিপদ।
তুমি উদ্ধারক, আমি পতিত অধম,
তুমি শিক্ষাদাতা গুরু, আমি দীন শিষ্য,
তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি মহীপতি,
আমি ক্ষুদ্র প্রজা, পারিনা ভুলিতে কৃপা।
তাইতো ইংলণ্ড বলি প্রণিপাত করি।
লও কৃতজ্ঞতা, রাজ ভক্তি উপহার। (৪৯)

সঙ্ঘ।

শ্রীক্ষেত্র বৌদ্ধ বিহার— অতি পুণ্য তীর্থ,
ছিল শোভাময় মূর্ত্তি— বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ।
মধ্যস্থলে ধর্ম্ম মূর্ত্তি— রমণী স্বরূপা,
দক্ষিণেতে বুদ্ধদেব, বাম পার্শ্বে সঙ্ঘ।
স্বার্থান্ধ, চরিত্র হীন বৌদ্ধদ্রোহীগণ
করিয়া বিহার নষ্ট— অধর্ম্ম আচরি,

রে'খেছে অকীর্ত্তি ; করি বুদ্ধে জগন্নাথ,
ধর্ম্মকে সুভদ্রা, সঙ্ঘে বলরাম। কিন্তু
আজিও দিতেছে সাক্ষ্য, জগন্নাথ বুদ্ধ
অবতার— লজ্জাকর পুরাতত্ত্ব কথা,
স্বার্থপর ধর্ম্মদ্রোহী কপটআচারি !
যা হবার হইয়াছে, ছাড় কপটতা ;
হও ধর্ম্ম পরায়ণ, সঙ্গ কর সঙ্ঘ
সহ; ধর্ম্মের পতাকা হইবে উড্ডীন।

ধর্ম্ম।

করেছ সহ্য অনেক; আজিও রয়েছে
ধর্ম্ম! অঙ্গেতে তোমার সে চিহ্ন বিস্তর
করিয়াছ সহ্য, পঞ্চমকার সাধন ;
করিয়াছ সহ্য, নবির অসীধারণ ;
করিয়াছ সহ্য, পোপের টীকেট দান,
করিয়াছ সহ্য, কিশোরী ভজন কাণ্ড ;
নরাস্থিতে আহা, খেলার পাশা নির্ম্মাণ ;
করিয়াছ সহ্য, কর্ত্তাভজা, সন্ন্যাসীর
চক্রখেলা—পারিনা কহিতে অশ্লীলতা।
তোমার নিকট ধর্ম্ম মানিয়াছে হা'র—

বিশ্বের মানব। হয় নাই ধৈর্য্যচ্যুতি
তব; রহিয়াছ স্থির। সাজিয়াছ কভু
শুদ্ধ নিরমল; কখন পিশাচ মূর্ত্তি।
এবে আকিঞ্চন, ধর শুভ সত্যবেশ। (৫১)

রাজা।

দরিদ্র প্রজার অর্থ গ্রহণ পারগ!
দণ্ডধারী বিচারক, তুমিই পালক।
প্রজার হিতার্থ করি রাজস্ব গ্রহণ,
কেন কর সর্ব্বনাশ, অপব্যবহার—
প্রমোদ উদ্যানে, ভোগ বিলাসেতে ব্যয়?
প্রচণ্ড প্রতাপশালী; হইলেও তুমি
পীড়নক অত্যাচারী—মূর্খ অর্ব্বাচীন
তথাপি পূজার্হ তুমি— ধর্ম্ম অবতার।
প্রকট বিকট মূর্ত্তি. রক্ত জবা আঁখি,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর।
গলেনা গলেনা প্রজার ক্রন্দনে তব,
কঠিন পাষাণ হিয়া। কর সংগ্রাহক,
প্রজার প্রহরী তুমি; কেন এত গর্ব্ব?
আছে ধর্ম্ম পৃথিবীতে, রাখিও স্মরণ। (৫২)

একেতিন তিনেএক।

তিনে এক, একে তিন কথাটা হইলে
ঠিক। চীন, জাপান, শ্যাম হলেও তিন,
অবশ্য হইবে এক ; উড়াবে পতাকা,
দেখাবে বৌদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম্ম।
চীনের কৌশল, শ্যামের সাহস বীর্য্য,
জাপানের বুদ্ধি, হইবে যখন এক,
বৌদ্ধ জগতের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড রশ্মি,
রবেনা তখন ঢাকা ; হবে উদ্ভাসিত।
জাপান শ্রীবুদ্ধ, চীন ধর্ম্ম, শ্যাম সঙ্ঘ।
লভিবে একত্রে যবে পাশ্চাত্য সভ্যতা,
হবে উন্নত তখন, দিবে শিক্ষা সেই
অপূর্ব্ব অনাত্মধর্ম্ম, অমিত বিক্রমে।
দিবেনা সলিল—উৎসাহ অগ্নি শিখায় ;
কবির কল্পনা—দিব্য আকাশ কুসুম। (৫৩)

পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

উঠিয়া পূর্ব্ব আকাশে বিভাবসু যথা,
করে পশ্চিমে প্রয়াণ ; তেমতি বিশ্বের

জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, বিদ্যা ধর্ম্ম যত,
নবরাগে উজলিয়া পূরব প্রদেশ।
গিয়াছে এখন প্রতীচ্য প্রদেশে হায়।
বিতরিছে প্রভা মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম,
পূর্ব্বদেশ নিদ্রা অঙ্কে; যেন দিবা শেষে
পেয়েছে শুভ যামিনী—সুখের শয়ন।
গেল কত অমাবস্যা —কত পূর্ণমাসী,
ভাঙ্গিলনা নিদ্রা তবু—মহানিদ্রা যেন।
মহামোহ অন্ধকারে সমাবৃত পূর্ব্ব—
—দেশ, ছাড়িছেনা মোহনিদ্রা—স্বপ্নাবেশে
কহিছে আবার, কত কল্পনার কথা।
হাসে আর কাঁদে কবি, দে'খে ব্যবহার। (৫৪)

নারী।

তুমি নারী নানামূর্ত্তি অনন্ত রূপিণি!
কখন ভৈরবী তুমি, কভু বিনোদিনী॥
কখন অবলা তুমি, কখন প্রবলা।
কখন চঞ্চলা তুমি, কখন অচলা॥

কখন স্বরূপা তুমি, শান্তি প্রদায়িনী।
কখন বিরূপা তুমি, বিদ্যা বিমর্দ্দিনী॥
তুমি নারী মহামায়া, সোহাগশালিনী।
তুমি নারী শান্তিরূপা, ভয় বিনাশিনী,
তুমি নারী জগদ্ধাত্রী, সংসার ধারিণী।
তুমি নারী ভয়ঙ্করী, সংহারকারিণী॥
তুমি নারী সিন্ধুসুতা, মাধব মোহিনী।
তুমি নারী পৃথ্বীকন্যা, জনম দুঃখিনী॥
তুমি নারী মমতাজ, স্বামী সোহাগিনী।
তুমি নারী জয়নব, বিশ্বাসঘাতিনী॥
তোমা হতে কুরুক্ষেত্র, হয়েছে শ্মশান।
তোমা হতে কারথেজ ভয়ানক স্থান॥
তোমা হতে তুরঙ্গিনী, পাইয়াছে ত্রাণ।
তোমা হতে সূর্য্যবংশ, পেয়েছে কল্যাণ॥
তোমা হতে ভীম সিংহ হয়েছে উদ্ধার।
তোমা হতে হইয়াছে সিরাজ সংহার॥
তাইতো তোমাকে নারী মিনতি আমার।
করোনা করোনা দাস, করি নমস্কার॥ (৫৫)

ভজন গীতি।

(ঝিঁঝিট—একতালা।)

তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্ব-মূলাধার।
তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম ভজনা করি তোমার।
তুমি প্রাণ সর্ব্বসার, বীজ অচ্যুত অক্ষর,
অবিকার অবিনাশ, ভজনা করি তোমার।
তুমিই জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যাবল কবীশ্বর,
চিত্রকার শিল্পীবর, ভজনা করি তোমার।
তুমি ব্রহ্ম, তুমি জ্যোতি, পুরাতন পরাৎপর,
নিরঞ্জন নিরাধার, ভজনা করি তোমার।
তুমি আনন্দ আকর, প্রেমিক প্রিয় দর্শন,
প্রীতিকর প্রিয়বর, ভজনা করি তোমার।
তুমি অরূপ অশব্দ, নিরাকার অবর্ণক,
ধ্যানগম্য গুণাশ্রয়, ভজনা করি তোমার।
তুমি অমৃত ঈশ্বর, মৃত্যু ব্যাধি বিনাশক,
পাপ তাপ প্রশমন, ভজনা করি তোমার।
তুমি শান্তি শান্তিনাথ, চির শান্তি বিধায়ক,
পাশনাশকরদেব, ভজনা করি তোমার।

তুমি শিব শুভকর, মঙ্গল মঙ্গলালয়,
সুন্দর শাশ্বত দিব্য, ভজনা করি তোমার।
তুমি অদ্বৈত ঈশ্বর, বিভু ত্রিভুবনাধিপ,
দ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপক, ভজনা করি তোমার।
তুমি শুদ্ধ পাপহীন, পুণ্যপ্রদ সুনির্ম্মল
অপাপ ব্রহ্ম নিষ্কল, ভজনা করি তোমার। (৫৬)

কার্য্য।

শরীর ধারণ, সংসার বন্ধন, মহালীলা বিধাতার।
তাহাতে মগন, হয় যেই জন, সফল জীবন তার॥
জীবন মরণ, আদেশ পালন, বিশ্বের বিধান নীতি;
এসেছি আদেশে, যাইব আদেশে, আদেশে করি সংসার।
বিয়োগ মিলন, আমোদ বন্ধন, বিষয় ভোগ সম্মান;
আদেশ গ্রহণ, আদেশ পালন, নাহি জানি সমাচার।
করাতেছে বলি, যাইতেছি করি, কুলুর বলদ প্রায়;
পারিনা ছাড়িতে, পারিনা রোধিতে, নাই কর্ত্তৃত্ব আমার।
প্রাসাদ মন্দিরে, পরণ কুটীর, তাঁহারি কার্য্য কৌশল;
বিজন বিপিনে, তটিনী পুলিনে, কার্য্যেরি খেলা অপার।
যে কার্য্য যখন, করি সম্পাদন, সকলি তাঁহার কাজ;
আমিও তাঁহার, তিনিও আমার, দুইবে কার্য্য কাহার।

উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, করি তাঁরি উপাসনা ;
ভোজন আহুতি, শয়ন প্রণতি, চিন্তা ধ্যান পূজা তাঁর।
বিটপী রসাল, সংসার বিশাল, অতিশয় মনোহর ;
অমৃতে মধুর, তাহাতে প্রচুর, কর্ম্ম ফল চমৎকার।
করিছে ভক্ষণ, সেফল লোভন, ভুবনবাসী সকলে ;
আঁধার আলোকে, সুরনরলোকে, করে ভোগ অনিবার।
হও নিরন্তর, কার্য্যোদ্যমে মগন, পাপিষ্ঠ প্রাণ আমার ;
সংসার যাহার, কার্য্যও তাঁহার, করিবে তিনি উদ্ধার। (৫৭)

প্রেমানন্দ।

১। সখা প্রাণেশ্বর, স্বর্গের ঈশ্বর,
প্রেমানন্দে তাঁর, পূর্ণ চরাচর,
প্রাণের ভিতর, খেলে নিরন্তর,
প্রেমের তরঙ্গ, প্রেমের আসার।

২। প্রেমানন্দে তাঁর—দেখ রত্নাকর,
ধরিয়া বিশাল ভীম কলেবর,
থাকিয়া থাকিয়া, উঠে উথলিয়া,
হেরিতে বিভুর বিভা চমৎকার।

৩। প্রেমানন্দে তাঁর— ধায় স্রোতস্বতী,
দেখিতে সখার সুন্দর মুরতি,

কলকল তানে, মত্ত তাঁর গানে,
করিয়া তীরেতে সুষমা বিস্তার।

৪। প্রেমানন্দে তাঁর— দেখ বিভাকর,
দেখিতে বিভুর মূরতি সুন্দর,
ভাতিয়া ভুবন, ঢালিছে কিরণ,
বাসনা কেবল দর্শন ধাতার।

৫। প্রেমানন্দে তাঁর—দেখ শশধর,
নিশিথে জ্বালিয়া আলোক সুন্দর,
খুজিছে উল্লাসে, সুনীল আকাশে,
প্রাণের দেবতা করিয়া ভ্রমণ।

৬। প্রেমানন্দে তাঁর— দেখনা অম্বরে,
নক্ষত্র তারকা আমোদে বিহরে,
তাঁহারি লাগিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া,
এদিগ ওদিগ করে অন্বেষণ।

৭। প্রেমানন্দে তাঁর— পর্ব্বত শিখর,
হয়েছে উন্নত ভেদিয়া অম্বর,
অভিলাষ মনে, বিভুর চরণে,
করিবে প্রণাম— দেখাবে হৃদয়।

৮। প্রেমানন্দে তাঁর— বিটপী শোভন,
নানা ফুল ফল করে বিতরণ,

ধরি শোভাময়, চারু কিসলয়,
চালিছে মাধুরী সকল সময়।

৯। প্রেমানন্দে তাঁর—ব্রততী কেমন,
করিছে দেখনা পাদপে বেষ্টন,
উঠিছে বাহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
আকাঙ্ক্ষা কামনা প্রিয় দরশন।

১০। প্রেমানন্দে তাঁর— বিহঙ্গমগণ,
গগনে গগনে করিছে ভ্রমণ,
আকাঙ্ক্ষা কেবল, ভকত বৎসল,
হেরিবে নয়নে জুড়াইবে মন।

১১। প্রেমানন্দে তাঁর— পশু পুত্রগণ,
বিহরে কাননে দেখ সর্ব্বক্ষণ,
প্রবল বাসনা, আশা উদ্দীপনা,
পাইবে দেখিতে প্রাণের ঈশ্বর।

১২। প্রেমানন্দে তাঁর— মুনি ঋষি যতি,
দেখনা করিছে কাননে বসতি,
স্বর্গীয় উল্লাসে, অবিরত হাসে,
প্রভু দরশনে প্রমত্ত অন্তর।

১৩। হেন প্রেমানন্দ ত্যজিয়া মানব,
রহিলে কোথায়, কি পেয়ে বৈভব,

মেলিয়া নয়ন, করহে দর্শন,

সম্মুখে তোমার প্রাণের ঈশ্বর।

১৪। আনন্দ আনিতে ডাকিছে সবায়,

করুণা করিয়া সে বিভু কৃপায়,

উঠিয়া সত্বর, হও অগ্রসর,

লও লও লও প্রেমানন্দে বর।

১৫। পাইলে সে বর, ঘুচিবে আঁধার,

যাবে দুঃখ তাপ হৃদয় বিকার,

উঠিবে সত্বরে, হৃদয় অম্বরে,

এক যোগে তব, শশীদিবাকর।

১৬। প্রেমানন্দ রসে হইলে মগন,

পাবে পবিত্রতা দিব্য আঁখি মন,

পাইবে দেখিতে, মানব আঁখিতে,

পরম সুন্দর, প্রাণের ঈশ্বর।

১৭। ছাড়ি অহঙ্কার—অমিত্ব প্রভাব,

পাইলে সরল স্বর্গীয় স্বভাব,

পাইবে দেখিতে, মানব আঁখিতে,

পরম সুন্দর, প্রাণের ঈশ্বর।

১৮। বিভু পদরজ, করিয়া গ্রহণ,

সেবা সাধনায় হইলে মগন,

পাইবে দেখিতে, মানব আঁখিতে,

পরম সুন্দর প্রাণের ঈশ্বর। (৫৮)

ঋষি বাক্য।

ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহী হবে, নিত্য ব্রহ্ম পরায়ণ।

করিবে সমস্ত কর্ম্ম, সেই ব্রহ্মেতে অর্পণ ॥

জলাশয়, সেতু, পথ, পাদপ, বিশ্রামআগার।

যে করে প্রতিষ্ঠা নাকি লোকত্রয় জিত তার ॥

সত্যই ব্রত যাহার, দীনেকে দয়া অপার,

কাম ক্রোধ বশে যার লোকত্রয় জিত তার ॥

পর নারী, পর দ্রব্যে, বিরাগ নিস্পৃহা যার।

হিংসা দম্ভ হীন যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥

নাহিক রণেতে ভয়, কিম্বা পৃষ্ঠ ভঙ্গ যার,

ধর্ম্ম যুদ্ধে হত যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥

অসন্দিগ্ধ শ্রদ্ধাবান, যেই শাস্ত শুদ্ধাচার।

ভকত বিশ্বাসী যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥

সমস্তে সমান দৃষ্টি, রাখি যেবা অনিবার।

করে সংসারের কর্ম্ম, লোকত্রয় জিত তার ॥

অজয় অমর সম, কর বিদ্যার্থ অর্জ্জন।

ভাবিও ধর্ম্ম চিন্তনে, ধরেছে কেশে শমন ॥ (৫৯)

স্বর্গ।

কোথা মন প্রীতিকর স্বর্গ ? নাহি যথা
জরা, মৃত্যু, পাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হিংসা, রাগ,
অভিমানী, অসুখ— বিহরে যথায় শান্তি।
বিরাজিত চিরদিন আনন্দ কানন
যথা, শোভিত সুন্দর দীপ্তিময় স্থান।
বৃন্দারক বৃন্দ করে, অন্বেষণ যার।
মন প্রীতিকর স্বর্গ, খুজিলাম উর্দ্ধে ;
খুজিলাম অধে ; মিলিলনা, কোথাও
সেই সুখময় ভূমি—বলিল বিবেক
ডাকি ; মূর্খ ! বৃথাকর শ্রম, দেখ অই,
হৃদয় নভ মণ্ডলে—সেই সুখস্থান।
বিতরে সতত শান্তি—চিদানন্দ সুখ,
কর যদি সাধু সঙ্গ, অবশ্য পাইবে
শান্তি, নিত্য সুখ, পৃথিবী আনন্দ ময়। (৬০)

করিব কল্পনা।

কখন হইবে বিশ্বের মানব—এক,
ধর্ম্ম পরায়ণ ? একজাতি, এক মন্ত্রে

দীক্ষিত। বলিবে, বিশ্বের মানব মুখে
পিতাদেব পরেশ্বর। সমস্ত মানব
ভাই। পেতেছে পিতার করুণা প্রসাদ—
সকলেই সমভাবে— অনল, অনিল,
আলোক, আঁধার, তৃপ্তি, নিদ্রা, অন্ন, জল।
স্মরণে মরণ জ্বালা— হতেছে উদয়,
সে মানব, মানবের হন্তারক। নাই
একতা বন্ধন; সেই স্বর্গের সম্বন্ধ।
নিত্য দ্রোহপণা, হতেছে অতি সংগ্রাম।
তথাপি মানব কিন্তু— বটে এক জাতি;
ভ্রাতৃত্ব ব্যতীত কিবা করিব কল্পনা। (৬১)

মহা প্রতিজ্ঞা।

দেশহিতে পরহিতে দিব আমি প্রাণ।
করিবনা নরহত্যা, জীব অকল্যাণ॥
জীবে দয়া নামে রুচি হবে মম ব্রত।
মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিব সতত॥
করিবনা সুরাপান ভ্রমেও কখন।
চুরি ব্যভিচার যত্নে, করিব বর্জ্জন॥

দিব আমি ভালবাসা প্রতিবাসী জনে।
থাকিব সতত রত সত্যআলাপনে॥
করিবনা পরনিন্দা আমি কদাচন।
প্রীতিতে করিব পূজা প্রভুর চরণ॥
হবনা হবনা আমি বিলাসের দাস।
করিব করিব আমি, কর্ম্মের প্রয়াস॥
করিব আনন্দে নিত্য শীলতা রক্ষণ।
করিব ধর্ম্ম প্রচার— যাবত জীবন॥ (৬২)

প্রীতি উপহার।

স্বর্গ উদ্যানের, পবিত্র কুসুম, করেছি আমি চয়ন।
অতি অনুরাগে, প্রীতি উপহার, দিলাম করি যতন॥
করিলে গ্রহণ, হইব কৃতার্থ, আনন্দে হাসিবে প্রাণ।
আরো হব সুখী, সুবোধ পাঠক, লইলে তাহার ঘ্রাণ॥
করোনা গৌরব, পেয়ে রাজ্য ধন, হবে মৃত্যু এক দিন।
দেহ হতে প্রাণ, যাইবে খশিয়া, হইবে মাটিতে লীন॥
হবে এক গতি, ভিক্ষুক রাজার, রবেনা পার্থক্য হায়।
বিশ্বের মানব, ছাড় মায়া মোহ, মজরে প্রভু পূজায়॥
সমর প্রাঙ্গণে, দুর্ব্বল ঘোটক, পারেনা করিতে কাজ।
না হলে সবল, শেষের সংগ্রামে, পাইবে বড়ই লাজ॥

হয়না হয়না, ধনীর বাসনা, বিনাশ বিশ্বে কখন।
তৃপ্ত হয় সাধু, আপনার খাদ্য, অপরে করি অর্পণ॥
মাখিলে শর্করা, নাহি হয় মিষ্ট— নিম্ব ফল কদাচন।
কদর্য্য লোহাতে, না হয় নির্ম্মিত, ভাল ভাল প্রহরণ॥
তেমতি পারেনা, সত্য ধর্ম্ম দান, করিতে বিষয়ী জন।
চাও যদি মোক্ষ, কর সাধু সঙ্গ— পাবে ধর্ম্ম নিত্য ধন॥
দুঃখেতে পড়িলে, দিওনা দিওনা, কাকেও দুঃখ কখন।
সখার সহিত, করিলে সখ্যতা, হবে দুঃখ বিমোচন॥
করোনা করোনা, দুঃখীকে পীড়ন, চাহিলে দয়া স্রষ্টার।
দীনের সাহায্য, নিত্য ব্রত যার, স্বর্গের গৃহ তাহার॥
হয় নাই সৃষ্টি, প্রজা সাধারণ, করিতে রাজার পূজা।
মহীপাল রাজা, প্রজার রক্ষক, নীতিবাক্য এই সোজা॥
সর্ব্বআত্মবশ, সুখের নিদান, পরবশ দুঃখ অতি।
হইবে বসুধা, আত্মীয় কুটুম্ব, হইলে উদার মতি॥
উপাস্য দেবতা, এক মাত্র ধাতা— কর উপাসনা তাঁর।
হইবে কৃতার্থ, ধরা ধন্য সুখী, রবেনা দুঃখ তোমার॥ (৬৩)

ভিক্ষু।

শ্রীগুরু বুদ্ধের আজ্ঞা, মস্তকে লইয়া,
করেছ ভিক্ষু লঙ্ঘন ; অবলীলা ক্রমে,

গভীর সমুদ্র, উন্নত গিরী শিখর,
নদী, হ্রদ, কত, উড়াতে বৌদ্ধ পতাকা।
গিরিশ মিশর আদি কত জনপদ,
করিয়াছ জয়। নির্ভিক ভিক্ষু তোমরা,
হওনাই ভীত, শত্রু হস্তে দিতে প্রাণ।
কলম্বসের অনেক পূর্ব্বে তোমরাই,
করিয়াছ, এমেরিকা আবিষ্কার, যেয়ে
কামাস্‌খট্‌কা পথে, মার্কিণ প্রদেশে।
কত দ্বীপ দেশ পাইয়াছে ধর্ম্ম রত্ন,
বুদ্ধদত্ত মহাধন, তোমাদের হাতে।
রেখেছ অক্ষয় কীর্ত্তি ; পাও নাই তার,
প্রতিদান কিছু ; ভারত কৃতঘ্ন অতি। (৬৪)

বৌদ্ধ বিদ্বেষী।

কি কব বৌদ্ধ বিদ্বেষি ! অতি অকৃতজ্ঞ,
নিষ্ঠুর তোমরা ; তোমরাই করিয়াছ,
বিশ্বোজ্জ্বল অকৃত্রিম বৌদ্ধধর্ম্ম নাশ।
করিয়াছ ভস্মীভূত বৌদ্ধ তীর্থ হায়,

নাই সে কপিলাবস্তু, তীর্থসারনাথ,
গির্ণার, বৈশালী, কৌশিম্বা বিহার শত।
অকৃতজ্ঞ নরাধম তোমরা ভারত—
বাসী। পেয়ে মহারত্ন, দিয়াছ ফেলিয়া
দূরে, অবোধ মর্কট মত। সে প্রতিভা;—
অবিদ্যা অন্তক সমাধি, ধ্যান, নির্ব্বাণ,
নাই ভারত বরষে। তথাপি হতেছে,
আশা; ভারত বুদ্ধের প্রিয় জন্মস্থান,
হবে পাপ ক্ষয়। গাবে পুনঃ উচ্চকণ্ঠে
জয় জয় শাক্য সিংহ, বুদ্ধ অবতার। (৬৫)

পরম মঙ্গল।

পরম মঙ্গল সেই পরম মঙ্গল,
অনুষ্ঠান ফল যার পরম মঙ্গল।
কুসঙ্গ পরিবর্জ্জন, সুজন সঙ্গ গ্রহণ,
পুজনীয় জনে পূজা পরম মঙ্গল।
প্রতিরূপ দেশে বাস, পুণ্য কর্ম্মে অভিলাস,
সাধু কর্ম্মে মতিগতি পরম মঙ্গল।
ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি শিক্ষা, সৌজন্য বিনয় দীক্ষা,
মিষ্ট বাক্য উচ্চারণ পরমমঙ্গল।

পিতৃ মাতৃ আরাধনা, সন্তান পত্নী রক্ষণ।
নিরাকুল কর্ম্মেরতি পরম মঙ্গল।
দান ধর্ম্ম আচরণ, সজ্জন পোষ্য পালন,
জ্ঞানী জনে সমাদর পরম মঙ্গল।
পাপ কার্য্যে অনাশক্তি, মদ্য সেবনে বিরক্তি,
ইষ্ট কার্য্যে অপ্রমাদ পরম মঙ্গল।
ধার্ম্মিক ধর্ম্ম সম্মান, গুরু প্রেমে নিষ্ঠাবান,
কৃতজ্ঞতা শুদ্ধাচার পরম মঙ্গল।
ধৃতিক্ষান্তি সুবচন, সাধু সজ্জন দর্শন,
স্বধর্ম্মে অদ্বিধা ভক্তি পরম মঙ্গল।
ব্রহ্মচর্য্য সত্যজ্ঞান, নির্ব্বাণের অনুষ্ঠান,
তপস্যা ক্রিয়া সাধনা পরম মঙ্গল।
লোক ধর্ম্মেতে বিরতি, ঈশ্বরে নির্ভর অতি,
নির্ম্মলতা স্থিরবুদ্ধি পরম মঙ্গল।
ভজ ভকত বৎসল, হইবে অতি কুশল,
পরম মঙ্গল সেই পরম মঙ্গল। (৬৬)

ধন্য সেই জন।

ধন্য সেই জন, (১)
ক্ষমাশীল যেই প্রেমিক সুজন।

ক্ষমা ধর্ম্ম ব্রত, যে করে সতত,
পাইবে সেজন স্বর্গ সিংহাসন ॥

ধন্য সেই জন, (২)
যে জন ক্ষুধিত, তৃষিত ধরায়।
ধরম চিন্তায়, জীবন কাটায়,
ধর্ম্ম আলাপন করে পিপাসায় ॥

ধন্য সেই জন. (৩)
দয়ালু যেজন অবনী মাঝারে।
দীনজনে যার, দয়া অনিবার,
তার জন্য দূত দাঁড়া স্বর্গ দ্বারে ॥

ধন্য সেই জন, (৪)
শোকার্ত্ত নির্ম্মল অন্তর যাহার।
ঈশ্বর ভজন, ঈশ্বর দর্শন,
ঘটিবে ঘটিবে জীবনে তাহার ॥

ধন্য সেই জন, (৫)
প্রবল যাহার মিলন বাসনা।
প্রীতির বন্ধন, অপ্রীতি দলন,
করে নাকি বিশ্বে যেজন কামনা ॥

ধন্য সেই জন, (৬)
পিতৃ, মাতৃ, ভক্ত বটে যেই জন।

করি প্রাণপণ, মায়ের চরণ,
পিতার আদেশ যে করে পালন॥
ধন্য সেই জন, (৭)
নর হত্যাকারী নহে যেই জন।
অন্যের জীবন, নিজের মতন,
করে নাকি যেনা সতত দর্শন॥
ধন্য সেই জন, (৮)
ব্যভিচারে লীন নহে যেই জন।
মায়ের মতন, যে করে ঈক্ষণ,
পরনারী বৃন্দ সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ধন্য সেই জন, (৯)
না করে যেজন, পরস্ব হরণ।
নাহি ব্যবহার, পরদ্রব্য যার,
সেইত পবিত্র পুরুষ রতন॥
ধন্য সেই জন, (১০)
মিথ্যাবাদী নহে কদাচ যেজন।
ভুলেও কখন, অনৃত বচন,
নাহি করে যেনা মুখে উচ্চারণ॥
ধন্য সেই জন, (১১)
ধর্ম্মের লাগিয়া তাড়িত যেজন।

চলে রুচি মতে, সত্য ধর্ম্ম পথে,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা নাকরে গ্রহণ ॥

ধন্য সেই জন, (১২)
ধরম চর্চ্চাতে নিন্দিত যেজন।
গালি তিরস্কার, না করি বিচার,
করে নাকি যেবা ধর্ম্ম আচরণ ॥

ধন্য সেই জন, (১৩)
স্থির চিত্ত যেই ধরম চিন্তায়।
করে প্রাণপণ, পরম যতন,
অনুরক্ত যেবা প্রভুর আজ্ঞায় ॥

ধন্য সেই জন, (১৪)
মজেছে ঈশ্বর প্রেমেতে যেজন।
প্রেমময় নাম, জপে অবিরাম,
নাহি শুনে গালি নিন্দার বচন ॥

ধন্য সেই জন, (১৫)
নাকরে যেজন ঈশ্বর সাক্ষাতে।
অন্য দেবতার, প্রভুত্ব স্বীকার,
নাহি করে যেবা, থাকি ভজনাতে ॥

ধন্য সেই জন, (১৬)
প্রতিবাসীগণে পীড়েনা যেজন।

যেই সাধু মতি, সযতনে অতি,
ঘরে ঘরে করে প্রেম বিতরণ ॥
ধন্য সেই জন, (১৭)
প্রতিহিংসাকারী নহে যেই জন।
নয়নে নয়ন, দশনে দশন,
গ্রহণ বাসনা, যে করে বর্জ্জন ॥
ধন্য সেই জন, (১৮)
দক্ষিণ গণ্ডেতে আঘাত পাইয়া।
বাম গণ্ডে যার, পাইতে প্রহার,
অক্ষুন্ন হৃদয়ে দিতেছে পাতিয়া ॥
ধন্য সেই জন, (১৯)
যেজন বিবাদ বিনাশের তরে।
চাহিলে বসন, করে সমর্পণ,
মূল্যবান বস্ত্র, অঙ্গে আভরণ ॥
ধন্য সেই জন, (২০)
আক্রান্ত হইয়া অক্ষুব্ধ যেজন।
অতি অত্যাচারী, আক্রমণকারী,
সঙ্গেতে লইয়া করে যে ভ্রমণ ॥
ধন্য সেই জন, (২১)
পরম যতনে শিখেছে যেজন।

প্রেম সম্ভাষণ, প্রীতি আলিঙ্গন,
করিতে অরাতি সকলে অর্পণ॥

ধন্য সেই জন, (২২)
শিখেছে যেজন ঈশ্বরে নির্ভর।
মানস ভজন, আত্ম সমর্পণ,
করিয়াছে যেবা অভ্যাস সুন্দর॥

ধন্য সেই জন, (২৩)
করেনা যেজন দেখাইতে নরে,
ঈশ্বর ভজনা, ঈশ্বর সাধনা;
প্রেরণার পূজা যাহার অন্তরে॥

ধন্য সেই জন, (২৪)
যেজন জগতে নামের লাগিয়া।
নাহি করে দান, নহে গুণবান,
কাটে কাল যেবা গোপনে থাকিয়া॥

ধন্য সেই জন, (২৫)
তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ যতাত্মা যেজন।
যাহার হৃদয়, শুদ্ধ নিরাময়,
সর্ব্বত্র যাহার নিবাস ভবন॥

ধন্য সেই জন, (২৬)
ঈশ্বরের দয়া লভিয়া যেজন।

বিনিময়ে তার, ডাকে বারবার,
জয় জয় ব্রহ্ম পরম কারণ॥ (৬৭)

ইন্দ্রিয় দমন।

ইন্দ্রিয় সকল বড়ই প্রবল,
করবে আয়ত্ত, কররে দমন।
নতুবা তোমার, সুখের সংসার,
হইবে হইবে, অসুখ ভবন॥
বাক্য পাণি পাদ, উপস্থে তোমার,
রাখ রাখ বশে পায়ু অনিবার,
বিপরীতে তার, হইবেক সার,
জীবন মরণে অশ্রু বরিষণ।
গেলরে বিফলে মানব জীবন,
সময় থাকিতে কররে দর্শন,
মন বুদ্ধি আর, চিত্ত অহঙ্কার,
রাখ বশীভূত হবেনা পতন।
বিভুর বিভুতি করিতে ঈক্ষণ,
কররে নিয়োগ যুগল নয়ন,

দেখিবে বিচিত্র স্বরগের চিত্র,
　　হবে পুলকিত দেহ আত্মা মন।
শুনিতে সতত বিভুর বচন,
কররে নিযুক্ত তোমার শ্রবণ,
হয়ে যুক্ত পাণি, বিবেকের বাণী,
　　কররে শ্রবণ ঘুচিবে বন্ধন।
স্বর্গীয় পুষ্পের লইতে আঘ্রাণ,
রাখরে নাসিকা, জুড়াইবে প্রাণ,
শ্বাস আকর্ষণ, প্রশ্বাস ক্ষেপণ,
　　যোগ প্রাণায়াম কররে গ্রহণ।
বিভুর ভাবেতে হইয়া বিভোর,
রসনাতে গাও প্রণব মধুর,
ওঙ্কার নিনাদ, বিভুর প্রসাদ,
　　খাইলে পালাবে দুরন্ত শমন।
প্রভু পরশনে রাখ যদি ত্বক,
মানব জীবন হইবে সার্থক,
শেষের সেদিন, বড়ই কঠিন,
　　রাখরে স্মরণ হইবে মোচন॥　(৬৮)

বড় লোক।

বড়লোক! কবির কণ্ঠের ক্ষীণস্বর,
পৌছিবে কি কর্ণে তব। দূর দেশে হর্ম্ম
তলে অহোরাত্র, অমাত্য বেষ্টিত তুমি।
বধির শ্রুতি যুগল, নাহিক অক্ষিতে
দৃষ্টি। আমোদে উন্মত্ত তুমি, চাটুকারে—
পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রকোষ্ঠ— বিদূষক
মুখপাত্র। নাহি প্রবেশের অধিকার
কর্ত্তব্য কুশল স্বাধীন ব্যক্তির, দূরে
থাক প্রতিপত্তি। তুমি আলানে আবদ্ধ
করভ কুমার সম। সম্মুখে তোমার
চাতুরালী করিছে চতুর, ঠকাতেছে
ঠগ। পারনা করিতে কিছু, কলঙ্কেতে
ব্যাপ্ত দেশ। কি গাবে কবি? তবু ধ্বনিল—
—বড় শোক, বড় লোক কলঙ্কিত বহু। (৬৯)

আর্য্য

গাও গাও গাও আর্য্য গুণগান,
আর্য্যপ্রেমে আজি মাতাইয়া প্রাণ

আর্য্যের গৌরব, আর্য্যের বৈভব,
আজিও ভুবনে আছে বিদ্যমান।
আর্য্য ঋষিদের বিজ্ঞান দর্শন,
অমৃতের ধারা করিছে বর্ষণ,
কর যদি পান, হইবে কল্যাণ,
হবেনা হবেনা দুঃখে ম্রিয়মাণ।
পরণ কুটীরে বসি ঋষিগণ,
গিয়াছে রাখিয়া যে মহা রতন,
করিলেও ব্যয়, হইবেনা ক্ষয়,
অক্ষয় সেধন অতি মুল্যবান।
কেবলে তোমরা দরিদ্র কাঙ্গাল,
গৃহেতে প্রচুর মাণিক্য প্রবাল,
নয়ন মেলিয়া, দেখনা চাহিয়া—
মহাধনে ধনী তোমরা প্রধান।
উ'ঠেছে আকাশে উষার তপণ,
নিশার আঁধার নাহিক এখন,
উঠনা হাসিয়া শয়ন ত্যজিয়া—
আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যের সন্তান।
কররে আবার ওঙ্কার ঝঙ্কার,
হউক ধর্ম্মের মহিমা প্রচার,

দুর্ব্বল শরীরে, হইবে অচিরে,
বলের সঞ্চার বহু পরিমাণ। (৭০)

দু'দিকে আগুন।

দু'দিকে আগুন, নেহারি নয়নে,
আতঙ্কে কাঁপিছে পরাণ আমার।
আগুনের শিখা, বাড়িয়া বাড়িয়া,
ছাইছে আকাশ দহিছে সংসার।
সম্মুখে পশ্চাতে, আগুনের খেলা,
জনমে মরণে আগুনের তাপ।
তাতিয়া তাতিয়া, দেহটা আমার,
দহিছে আগুনে— পূর্ণ পরিতাপ।
জনমে আগুন, মরণে আগুণ,
থাকিব আগুনে যাবৎ জীবন।
পোড়া মন মোর, নাহি বুঝে কথা,
তথাপি করিছে শান্তি অন্বেষণ?
যাহার আগুনে, জ্বলিয়া পুড়িয়া,
মরিছে বাঁচিছে ধরাবাসী জন।
সে শান্তি-সিঞ্চন, না করিলে দয়া,
হবেনা নির্ব্বাণ দু'দিক দহন। (৭১)

বিপদ।

শান্তির জগতে, কে দিল ঢালিয়া,
অশান্তি, আপদ, বিপদের রাশি।
ঘুমন্ত পরাণে লাগিল আঘাত,
ভাঙ্গিল মধুর আমোদের হাসি॥
হিয়ার ভিতর বহিল প্রবল,
ত্রাস তরঙ্গ চিন্তার তুফান।
কাঁপিল হৃদয়, টুটিল সাহস,
ঝর ঝর বারি ছাড়িল নয়ান॥
দেখিতে দেখিতে পীড়া নিদারুণ,
ধরিল আসিয়া জড়ায়ে আবার।
জীবন আশায়, নিরাশ হইয়া,
নেহারি দিগন্ত আঁধার আঁধার॥
তখনি আসিয়া কাণে কাণে মোর,
কহিল বিবেক মধুর বচন।
বিপদের কথা, বিপদের নাম,
শুনেছ শ্রবণে কর দরশন।
মহা ভয়ঙ্কর, বিপদ ভীষণ,
শাসনের দণ্ড ভাবিওনা মনে;

স্বর্গের সরণি কুশলের দ্বার,
বিপদ কেবল বিদিত ভুবনে।
বিপদে, বিপদ করিয়া স্মরণ,
আদরে ডাকিয়া কর আলিঙ্গন।
ঘুচিবে বিপদ, পাইবে সান্ত্বনা,
উদিবে অচিরে সৌভাগ্য তপন। (৭২)

জননী-জঠর।

জননী-জঠর, কত ভয়ঙ্কর,
দেখ কি ভাবিয়া মনরে আমার?
কতবা যাতনা, গর্ত্তকারাবাস,
জনম ধারণ, জীবন সঞ্চার?
জঠর জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া,
আসিলে ধরায় ফুটিল নয়ন।
কত বা কাঁদিলে স্মরি দুঃখ তাপ,
জননীর কোলে করিয়া শয়ন।
পুরীষ পুরিত জননী জঠরে,
সয়েছিলে কত, যাতনা অপার,

থাকি দশ মাস দশ দিন হায়,
　　করেছিলে কত খেদে হাহাকার ?
মায়ের মোহন মায়াতে ভুলিয়া,
　　ছাড়িলে ক্রন্দন, হাসিলে আবার।
গেল দুঃখ তাপ জঠর যাতনা,
　　পুলকে পূরিল হৃদয় তোমার।
মধুরসে ভরা মায়ের অন্তর,
　　মধুরসে ভরা জননীর বোল।
মধুরসে ভরা মায়ের শরীর,
　　মধুরসে ভরা জননীর কোল।
এ হেন মায়ের মধুমাখা অঙ্গে,
　　গর্ভ্ভ কারাবাস বড় ভয়ঙ্কর।
স্মরণে কাঁপিছে হিয়া থরথরি,
　　অমৃতে গরল জননী জঠর।
জাননা কি মন, জননী জঠর,
　　বিধাতা রচিত বন্ধন আলয়।
বেড়েছে বয়স পেকে গেছে কেশ,
　　তবু কি হলোনা জ্ঞানের উদয়।
ভোগিতে নাহয় যাতে পুনর্ব্বার,
　　গর্ভ্ভ কারাগারে নিরঞ্জন বাস ;

সময় থাকিতে কর আয়োজন,
ছাড় ছাড় ছাড় মায়া মোহ পাশ। (৭৩)

অমৃতে-মধুর।

অমৃতে মধুর নন্দন বন,
অমৃতে মধুর সরল মন।
অমৃতে মধুর ধরম গীতি,
অমৃতে মধুর বঁধুর প্রীতি।
অমৃতে মধুর সাধন যোগ,
অমৃতে মধুর ভক্তের ভোগ।
অমৃতে মধুর সাধক দল,
অমৃতে মধুর যোগীর বল।
অমৃতে মধুর শান্তির ধারা,
অমৃতে মধুর সেবক যারা।
অমৃতে মধুর ভক্তের দেহ,
অমৃতে মধুর শান্তির গেহ।
অমৃতে মধুর নীতির কথা,
অমৃতে মধুর প্রেমিক যথা।
অমৃতে মধুর স্বরগ ধাম,
অমৃতে মধুর ব্রহ্মের নাম। (৭৪)

অমৃতে-গরল।

অমৃতে গরল চাঁদের খোঁটা।
অমৃতে গরল মিলন ঝুটা।
অমৃতে গরল শঠের বোল।
অমৃতে গরল সখার ভুল॥
অমৃতে গরল কেকীর ধ্বনি।
অমৃতে গরল ঘরের শনি॥
অমৃতে গরল বিষম মিল।
অমৃতে গরল বঁধুর ঢিল।
অমৃতে গরল ভাদর কোটা,
অমৃতে গরল বসন ঠেঁটি।
অমৃতে গরল সাধুর ছল,
অমৃতে গরল মানুষ খল।
অমৃতে গরল ছিদুর লোটা,
অমৃতে গরল বুদ্ধির মোটা।
অমৃতে গরল আবের পোকা,
অমৃতে গরল সন্তান বোকা। (৭৫

সেইত ভক্ত প্রধান

যাহার করুণ প্রাণ, সেইত ভক্ত প্রধান,
নাহিক যাহার দ্বেষ— সেইত ভক্ত প্রধান।
নাহিমান অপমান, অতিশয় অভিমান,
আমিত্ব বর্জ্জিত যেই, সেইত ভক্ত প্রধান।
সুখে দুঃখে একজ্ঞান, সুশীল চরিত্রবান,
শুভাশুভ ত্যাগী যেই, সেইত ভক্ত প্রধান।
হর্ষ, ক্রোধ, ভয়মুক্ত, সদাশাস্ত্র ধ্যানযুক্ত,
সমদর্শী বিশ্বে যেই, সেইত ভক্ত প্রধান।
ত্যাগশীল বুদ্ধিমান, সংযতাত্মা গুণবান,
স্থিরচিত্ত যোগী যেই, সেইত ভক্ত প্রধান।
নাই যার পরবাস, নিয়ত বদনে হাস,
নাহিক যাহার ঋণ, সেইত ভক্ত প্রধান। (৭৬)

কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।

কর্ম্ম দারা কর্ম্মলোক কর্ম্ম কুটুম্ব বান্ধব,
ইহ পরলোক কর্ম্ম, সুখ দুঃখ দেয় সব।
কর্ম্ম পূজা উপাসনা, কর্ম্মই পরমধ্যান,
কর্ম্মেতে উন্নতি আর, কর্ম্মে মুক্ত বদ্ধ প্রাণ

ধর্ম্ম গুরু সত্যএক, ধর্ম্ম খলু পরাগতি,
ধর্ম্ম আত্মা, ধর্ম্ম ক্রিয়া, ধর্ম্মতীর্থ পুণ্য অতি।
নাহিক সংশয় কিছু, সর্ব্ব দেব ধর্ম্ম ধন,
সম্পদ বিপদ ধর্ম্ম— বৃথা অধর্ম্ম জীবন। (৭৭)

পাপ ও শৌচ।

পাপ হতে জন্মে ব্যাধি— পাপেতে সঞ্জাত জরা,
পাপেতে দীনতা ঘটে— শোক দুঃখ ভয়ভরা,
দোষবীজ অমঙ্গল, বৈরি, পাপআচরণ,
করেনা করেনা শাস্ত্র, করিতে স্বর্গ দর্শন।
সত্য শৌচ, মন শৌচ শৌচ ইন্দ্রিয় সংযম,
সর্ব্বভূতে দয়া শৌচ, সলিল শৌচ অধম।
পবিত্র হইতে সাধ, থাকিলে মন তোমার,
হও শুদ্ধ শুচি তুমি, কর সাধু ব্যবহার। (৭৮)

বিষয় ও মঙ্গল।

করে এক জন্ম মাত্র,— পার্থিব বিষ হরণ,
জন্ম জন্মান্তর হরে বিষয় বিষ ভীষণ।

নাই বিদ্যা সম চক্ষু, নাই জ্ঞান সম বল,
নাই রাগ সম দুঃখ, ত্যাগ সম সুমঙ্গল। (৭৯)

শাস্ত্র

অনন্ত শাস্ত্র, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়।
বহুবিধ বিঘ্ন তাহে, অত্যল্প সময়॥
উপাসনা কর তাঁর, যিনি সত্য সার।
নীর ফেলি ক্ষীর খায়, হংস যেপ্রকার॥ (৮০)

আরোগ্য।

দেখনা বাঙ্গালি! পরিহরি পরিচ্ছদ,
পাণ্ডিত্যের অভিমান; কঙ্কালাবশিষ্ট,
অঙ্গে, কি আছে পদার্থ— আর্ত্তনাদ ছাড়া;
করে স্বাস্থ্য শান্তিভোগ— বনে পশু পক্ষী,
থাকিয়া নিয়মে। গৃহে নাই জঠরান্ন,
তবু চাই, তোমাদের চিকিৎসার অর্থ।
আরোগ্য সুখের মূল পড়িয়াছ মিথ্যা;
কর নাই উপভোগ; দেখ নাই মূর্ত্তি—

আছে দেখ, চক্ষু যার— আরোগ্যের দ্বারে,
দাঁড়া, বরুণ, বিদ্যুৎ, পাবক, পবন ;
প্রসারিয়া শূন্য মর্ত্য ; বিতরে আনন্দ,
স্থির লক্ষ, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, জাতীয়তা ধর্ম্ম।
থাকিয়া নিয়মে দেখ, সেই মূর্ত্তি ঘরে। (৮১)

পারি না।

পারিনা ভাঙ্গিতে আমি, বাসনার ঘর।
পারিনা লঙ্ঘিতে আমি, কুসঙ্গ সাগর॥
পারিনা করিতে আমি, সংশয় ছেদন।
পারিনা ছিঁড়িতে আমি, মায়ার বন্ধন॥
পারিনা ধুইতে আমি, কলুষ কর্দ্দম।
পারিনা ধরিতে আমি, সাধনা উত্তম॥
পারিনা মজিতে আমি, সেবক সেবায়।
পারিনা বসিতে আমি, অর্চ্চা অর্চ্চনায়॥
পারিনা সাধিতে আমি, দেশের মঙ্গল।
পারিনা রক্ষিতে আমি, স্বজন কুশল॥
পারিনা লইতে আমি, সত্যের আশ্রয়।
পারিনা ত্যজিতে আমি, লোক লজ্জা ভয়॥

পারিনা লড়িতে আমি, রিপুর সহিত।
পারিনা গাইতে আমি, ধরম সঙ্গীত॥
পারিনা ছাড়িতে আমি, পারিনা পারিনা।
কখন মানুষ হব, জানিনা জানিনা॥ (৮২)

তবে কেন মায়া ?

ছাড়িতে হইবে, সুখের সংসার,
পুত্র, বন্ধু, দারা—তবে কেন মায়া ?
যাইবে চলিয়া বিষয় বাসনা,
ভোগ অভিলাস— তবে কেন মায়া ?
বসিবে আসিয়া শমন শিওরে,
বলিবে স'রোষে উঠরে উঠরে,
রবেনা রবেনা আকাঙ্ক্ষা কামনা,
যাইবে জীবন—তবে কেন মায়া ?
এসেছ একাকী যাইবে একাকী,
দেখিবে দেখিবে সমুদয় ফাকি,
স্বরগ দোয়ার হবেনা তোমার,
মায়ার মায়াতে—তবে কেন মায়া ?

দেখনা দেখনা মেলিয়া নয়ন,
খসিবে খসিবে মায়ার বন্ধন,
মাটির শরীর মাটিতে মিশিবে,
রবেনা কিছুই—তবে কেন মায়া ? (৮৩)

উপাসনা।

পরকালে স্বর্গবাস, ঈশ্বর দর্শন,
চির শান্তি আশে, কর যদি উপাসনা ;
ছাড় হে সন্ন্যাসী তবে, স্বার্থপরধ্যান ;
ছাড় হে বৈষ্ণব তবে, বৈরাগ্য গ্রহণ ;
ছাড় হে তান্ত্রিক তবে, বলিব ব্যবস্থা ;
উদ্দেশ্য সবার এক, গতি এক স্থানে।
খৃষ্টান, মুশলমান, বৌদ্ধের সহিত
হও এক প্রাণ। কর এক উপাসনা
স্বাধীন প্রমত্ত ভাবে—বিশ্ব দেবে প্রীতি
আর প্রিয় কার্য্য তাঁর। হও অগ্রসর ;
কর প্রাণান্ত প্রতিজ্ঞা—ঘুচাও কলঙ্ক।
মানব, মানবে, ধর্ম্মযুদ্ধ গুরুতর।
কি ভয় কাহাকে ; ঘটাও বিপ্লব। মৃত্যু
ভিন্ন, কিফল হইবে অগ্রসরে আর ? (৮৪)

কীৰ্ত্তি।

জীবন যৌবন যাইবে চলিয়া—
রবেনা রবেনা, কাহারো কথায়।
মাটির মানুষ মাটিতে মিশিবে,
মরিবে কাঁদিবে, করি হায় হায়॥
অনিত্য ত্যজিয়া, হলে আত্মবান,
হইবে হইবে, কীরিতি স্থাপন।
পাইবে পাইবে— হাতে হাতে ফল—
নির্ব্বাণ মুকতি, আনন্দ কানন॥
পার্থিব যশের, হইলে পাগল,
হইবে হইবে, অবশ্য পতন।
লভিতে অক্ষয়, কীর্ত্তি স্বর্গসুখ,
উন্মত্ত মানব, হওরে মগন॥ (৮৫)

কিবা হবে কাল।

বলনা বলনা, কিবা হবে কাল?
আঁধারে হবে কি আলো?
আঁধারের খনি, এভাঙ্গা হৃদয়,
কেওকি বাসিবে ভালো?

হাতে পায়ে ধরি, সকলারে প্রাণ —
কি হবে আমার কাল ?
কাঁদিয়াছি ঢের, পারিনা যে আর,
নিকটে দাঁড়িয়ে কাল।
আজ আছি আমি, কাল যাব কোথা,
পার কি বলিতে কেহ ?
আজ মাত্র বক্ষ, আনন্দেতে হাসি,
কাল কি থাকিবে দেহ ?
ঊষার আলোক, রবির কিরণ,
চাঁদের জোছনা হাসি।
ভালবাসা দিয়ে, ভালবাসা নিয়ে,
ঢালে আজ সুখরাশি।
কাল কিনা হবে ? পারিবে কি কেহ,
বলিতে আমার হয়ে ?
না না, পারিবে না, তাই কাঁদি আমি,
বসিয়ে দগ্ধ হৃদয়ে॥ (৮৩)

কেনরে নিদ্রায়।

কেনরে নিদ্রায় ? জাগিয়ে আবার,
গাও একতানে, মনরে আমার।

গাও উচ্চস্বরে, মাতায়ে ভুবন,
গাওরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরে।
গাও রবি, শশী; নক্ষত্র মণ্ডল,
গাও গিরিনদী গাও সিন্ধু জল,
গাও তরুরাজি, বন উপবন,
গাও সবে মিলে, আজি সমস্বরে।
গাওরে জলদ, নভবাসী সবে,
গাও বজ্র আজি, সুগভীর রবে,
অনল, অনিল, গাওরে সকল,
ভুবন বান্ধবে, কৃতজ্ঞ অন্তরে।
গগনে উঠিয়া বিহঙ্গম গ্রাম,
গাওরে ব্রহ্মের, মধুমাখা নাম,
কুসুম কুট্মল, গাও অবিরাম,
চিদঘন সেই, ব্রহ্মপরাৎপরে।
ওরে মূঢ় মন! কিকর বসিয়া,
জীবন প্রবাহ যেতেছে চলিয়া,
সাধিতে স্বকার্য্য হও অগ্রসর,
ডাকনারে তাঁরে, বসি যুক্তকরে। (৮৭)

আশালতা।

আশালতা মোর, মনবৃক্ষ প'রে,
নাচিয়া নাচিয়া হাসিয়া উঠে।
হৃদয় কাননে, আশালতিকার,
নূতন নূতন কুসুম ফুটে॥
কত মধুকর, আশে পাশে তার,
খেলায় কৌতুকে মধুর আশে।
নিরাশার জ্বালা, উঠেনা অন্তরে,
ভুলে যায় দুঃখ, সুখ উচ্ছ্বাসে॥
আশাকে লইয়া— কল্পনা কাননে,
কতনা আমোদে, করি ভ্রমণ।
তথাপি মিটেনা, অনন্ত পিপাসা,
আশার খেলা, এমনি মোহন॥
সাজাইয়া ডালা, প্রমোদ উদ্যানে,
সারানিশিদিন, রয়েছি বসি।
একি হলো হায়, গেল যে সকলি,
শুকায়ে শুকায়ে, পড়িল খসি।
গগনেতে বসি, এই না চাঁদিমা,
ঢালিত রজত, সুধার ধারা।

সহসা আসিয়া, গরাসিল রাহু,
ছইল হইল, আঁধার কারা॥
এই না তটিনী, সাগর উদ্দেশে,
তীরবেগে যেন, চলিছে ছুটে।
দেখনা দেখনা, গিরীর গুহায়,
পড়িল পড়িল, সহসা লুটে॥
আশালতা মোর, তেমন করিয়া,
উঠিয়া উঠিয়া, আবার পড়ে।
সুখের স্বপন, যায়যে ভাঙ্গিয়া,
ভাসিয়া বেড়াই, শোক সাগরে॥
এই ছিল হৃদি, সুখের স্বপনে,
আমোদ উল্লাসে, কতই ভোর।
বিষাদের ছায়া, কেনরে আসিয়া,
ভাঙ্গিল সহসা, স্বপন মোর॥ (৮৮)

বুবেকত?

বুবে কত চিন্তারত, মন তুমি অবিরত।
বয়ক্রম বাড়ে যত, আয়ুগত হয় তত॥
ইতস্তত হের যত, প্রিয় বস্তু নানামত,
আছ তুমি অবগত, হবে সব দূর গত॥

হবে প্রাণ ওষ্ঠাগত, হবে শক্তি অপহৃত,
দেখিবেনা চক্ষে পথ, নাহি রবে অভিমত।
হও ঈশ্বরে প্রণত, সঙ্গত কর সতত,
হইবে চিত্ত সংযত, দেখিবে স্বর্গের পথ॥
বলিছে ভকত যত, থাকিলে ধ্যানেতে রত,
চলে যাবে ক্রমাগত, হবে পূর্ণ মনোরথ।
ভূতে ভূত পরিণত, হতেছে প্রতিনিয়ত,
কর পূজা পার যত, হবে স্বর্গ এ জগত॥ (৮৯)

প্রকৃতি পুরুষ।

কিবা চমৎকার, লীলা বিধাতার।
নাজানি তাঁহার, কিরূপ আকার,
প্রকৃতি পুরুষ কি করি বিচার॥
তত্ত্ব জ্ঞান রবি হইলে উদয়,
হেরিবে নয়নে বিশ্ব ব্রহ্মময়,
জানিবে বিধান, প্রমাণ সন্ধান,
প্রকৃতি পুরুষ বিভূতি তাঁহার।
প্রকৃতি পুরুষ এক দেহ প্রাণ,
পূর্ণ বিধাতার পূর্ণত্ব বিধান,

দেখকি সুন্দর, অই নারী নয়,
  করিছে কেমন, পূর্ণত্ব প্রচার।
না থাকিলে সঙ্গে মায়াময়ী শক্তি,
করিত কি কেহ শিবে পূজা ভক্তি,
মদন মথন, ত্রিপুর দাহন,
  হতো কি কথন—সুষমা বিস্তার।
না থাকিলে সঙ্গে জনকনন্দিনী,
থাকিত কমলা লঙ্কাতে বন্দিনী,
করিত কি রাম, ভীষণ সংগ্রাম,
  সমুদ্র বন্ধন, রাবণ সংহার।
না থাকিলে সঙ্গে, ব্রজেশ্বরী রাই,
থাকিত অপূর্ণ গোকুলে কানাই,
কেবা কুঞ্জে কুঞ্জে, দিত পুঞ্জে পুঞ্জে,
  ঢালিয়া মাধুরী আমোদ আসার।
প্রকৃতি পুরুষ না হইলে মিলন,
হয়না মোহিত বিশ্বে কারু মন,
তাইতো ঈশ্বর, সেজেছে সুন্দর,
  প্রকৃতি পুরুষ নহে তুলনার। (১০)

শৈশবেরখেলা।

শৈশবের খেলা,—　　মরি কি মোহন,
বিশ্ব বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন,
মাধুরী মাখিয়া,—　　শৈশবে গঠিয়া,
দিয়েছে পাঠায়ে বিধাতা যেমন।
নাহিক শৈশবে—ইন্দ্রিয় বিকার,
রিপুর পীড়ন, গর্ব্ব অহঙ্কার,
গালভরা হাসি, ভাষে দিবানিশি—
নিত্যসুখে করে, জীবন যাপন।
নাহিক শৈশবে—বিষয় বাসনা,
অনন্ত পিপাসা, অনন্ত কামনা,
করিয়া নির্ভর, মায়ের উপর,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা যত করে নিবারণ।
নাহিক শৈশবে— শেষের ভাবনা,
মানবের ভয়, অন্তিম যাতনা,
হাসি কান্না যত, আছে অবিরত,
অনকে জ্ঞাপন ভোজন শয়ন।
শিশুর সুন্দর সরল আচার,
হাসায় মানবে মজায় সংসার,

তেমনি সরল, হৃদয় কমল,
পাব কি আবার বিশ্বেতে কখন। (৯১)

এইত শ্মশানে করিব গমন।

এইত শ্মশানে, করিব গমন।
হইবে যখন, এ দেহ পতন,
এইত শ্মশানে করিব শয়ন।
এইত শ্মশানে,— জনক আমার,
প্রাণের প্রতিমা, কুমারী, কুমার,
পিতৃব্য সোদর, আত্মীয় নিকর,
বান্ধব সকল ক'রেছে শয়ন।
এইত শ্মশানে— শতসিদ্ধনর,
গৌরাঙ্গ, নানক, গৌতম, শঙ্কর,
মহম্মদ, যিশু, ছাদি, ধ্রুবশিশু,
শ্রীরাম মোহন ক'রেছে শয়ন॥
এইত শ্মশানে— কবি কালিদাস,
বাল্মীকি, মিল্টন, নিউটন, ব্যাস,
প্রসাদ হোমর, ভারত, ঈশ্বর,
শ্রীমধুসূদন, ক'রেছে শয়ন।

এইত শ্মশানে—শত শত বীর,
কর্ণ দুর্য্যোধন— পার্থ যুধিষ্ঠির,
সাহা সেকেন্দর, সের আকবর,
বলী বোনাপার্ট ক'রেছে শয়ন।
এইত শ্মশানে—হইবে আমার,
একদিন হায়, শয্যা চমৎকার,
চিন্তা কেন আর, শ্মশান শয্যার,
থাকিতে সময় কর আয়োজন ॥ (৯২)

পরমাত্মা তিনি।

ধ্যেয় বটে যিনি, পরমাত্মা তিনি,
তাঁহারি সমস্ত দান।
তাঁহারি সৃজন, আনন্দ কানন,
তাঁরি হাতে পরিত্রাণ।
করি এক জ্ঞান, কর যদি ধ্যান,
প্রেমামৃত রস পান।
তবে পাবে দান, আরোগ্য কল্যাণ,
সুন্দর সুন্দর স্থান।
রবেনা যাতনা, মনের বেদনা,
ঘুচিবে সমস্ত ভ্রম্।

গাইবে নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
শান্তি শান্তি হরি ওম্॥ (৯৩)

রুশের রোদন।

গেল মেকারফ, সখারফ শয্যাগত,
হইল কেলার হত। হতেছে অজস্র
হায়, মাঞ্চুভূমে। ফণির ফণাতে উঠি
নাচিল মণ্ডূক। হইল শৃগালীকান্ত
মৃগেন্দ্রের মৃত্যুনাথ! অশনি পড়িল
শিরে; ভাঙ্গিল সহসা মম, সমুন্নত
সম্মান সৌধ শিখর। কিমতে দেখাব
মুখ! তাহে নিহিলিষ্ট জ্বালা, মনেলয়—
কে'টি ফেলিগ্রীবা—অথবা সবাই বক্ষে
স্বহস্তে সঙ্গীন। কি, ভরসা, রণে মম—
মুকডেন, লেয়ং, আর্থার; কুরুপ্যাটকিন,
ষ্টুশেল? নর বানর হস্তে হয়েছিল
ধ্বংস, রক্ষপতি যথা—তেমতি হলোকি
হস্তারক হায়, নগণ্য জাপ মার্জ্জার? (৯৪)

অনুতাপ।

অনুতাপ? অনুতাপ? বড় অনুতাপ?
পারিনা পারিনা আমি সহিতে দাহন।
দেবতা গড়াতে আমি গ'ড়েছি পিচাশ।
মানুষ গড়াতে আমি গ'ড়েছি বানর।
প্রাসাদ গড়াতে আমি গ'ড়েছি উনান।
কোকিল গড়াতে আমি গ'ড়েছি পেঁচক।
উদ্যান গড়াতে আমি গ'ড়েছি অরণ্য।
ত্রিদিব গড়াতে আমি গ'ড়েছি রৌরব।
অমৃত তুলিতে আমি তু'লেছি গরল।
হীরক তুলিতে আমি তু'লেছি অঙ্গার।
কর্ম্মের ভুলেতে আমি ল'ভেছি বন্ধন।
ধর্ম্মের ভুলেতে আমি হ'য়েছি পতন।
যেখানে দাঁড়াই আমি সেখানেই জ্বালা।
যাবেনা যন্ত্রনা হায়, না হলে মরণ। (৯৫)

বিচিত্রতা।

দেখরে দেখরে আশক্ত অন্তর,
বিচিত্রতাময় বিশ্ব চরাচর।

অনন্ত কৌশল, অনন্ত মঙ্গল,
দেখিছে নাচিছে আনন্দ অন্তর।
বিচিত্র রচনা বিচিত্র দর্শন,
বিচিত্র ভুবন বিচিত্র গগন,
কুসুমের মাঝে, কুসুমের খেলা,
মুখপদ্মে অষ্ট, আঁখি ইন্দীবর।
নীচের অন্তরে মহতের সীমা,
দীনের হৃদয়ে ধনীর গরিমা,
অনিত্যের মাঝে নিত্যের বিকাশ,
মৃত্যুর মাঝারে, অমৃত সুন্দর।
ক্রন্দনের মাঝে, হাসির সঞ্চার,
নীরবে নিস্তব্ধ ছাড়িছে হুঙ্কার,
দেয় স্থির আঁখি, বিশ্বের সংবাদ,
অন্ধকারে শোভে, জ্যোতি মনোহর।
আনিছে বিপদ, আনন্দের হাসি,
দিতেছে চৈতন্য, জড় ভালবাসি,
সৃজনের মাঝে, রাজিছে সংহার,
উত্তাপ শীতল, বন্ধু পরস্পর।
সূক্ষ্মের ভিতরে খেলিছে বিরাট,
কদর্য্য মাঝারে, সৌন্দর্য্যের হাট,

অনলের মাঝে, সলিলের সৃষ্টি,
বিদ্যুতের খেলা, জলে নিরন্তর। (৯৬)

বুদ্ধ-বচন।

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরম বন্ধু, নির্ব্বাণ শান্তি ভবন। (১)
রাগ সম অগ্নি নাই, হিংসা সম পাপ নাই
দেহ সম দুঃখ নাই, শান্তি সম সুখ নাই। (২)
নির্ব্বাণ পরম সুখ, আছে নাকি জগতে যিনি,
নাহি তার হিংসা ব্যাধি—শান্তি পায় সদা তিনি। (৩)
সতত পাপ বর্জ্জন, নিত্য কুশল অর্জ্জন,
সম্যক চিত্ত শোধন, এ ধর্ম্ম অনুশাসন।
করিলে প্রতিপালন, হইবে দুঃখ দমন,
আসিবে না আসিবে না, মন্মথ মত্ত বারণ। (৪)
জন্ম জন্মান্তরে পথে, পাইনি ফিরে সন্ধান,
কোথা সে গোপন আছে, যার এ গৃহ নির্ম্মাণ?
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে, পেয়েছি দেখা এ বার,
দিবনা রচিতে গৃহ, গৃহ কারক আবার,
ভেঙ্গেছি সমস্ত স্তম্ভ, গৃহ ভিত্তি সমুদয়,
গিয়েছে বদ্ধ সংস্কার, বাসনা ক'রেছি লয়। (৫)

অনিদ্রের রাত্রি দীর্ঘ, শ্রান্তের দীর্ঘ যোজন,
পাষণ্ড অজ্ঞের দীর্ঘ, দুর্লভ নর জীবন,
নিজকে যে জানে অজ্ঞ, সেইত জ্ঞানী প্রধান,
অশান্ত অজ্ঞান সেই, অভিমানী যে বিদ্বান। (৬)
ভ্রমণ পথের সঙ্গী, প্রবীণ কিবা সমান,
না পেলে একাকী যাবে, লবেনা কভু অজ্ঞান,
যে কর্ম্মের ফল নাকি, অন্তিমেতে অনুতাপ,
করোনা কদাচ তাহা, সেইত প্রকৃত পাপ। (৭)
শ্রেয় আর প্রেয় পেলে মানবে লইয়া
বুদ্ধিমান চিনেলয় বিচার করিয়া॥
করিলে শ্রেয়গ্রহণ, হয় স্বর্গবাস,
করিলে প্রেয় বরণ, ঘটে সর্ব্বনাশ। (৯৭)

বিজ্ঞান হৃদয়।

বিজ্ঞান হৃদয়, কুসুম প্রভাময়,
সুরঞ্জিত চিত্র চারু দরশন।
প্রকৃতির কৃতি, সুশোভন অতি,
বিজ্ঞানের বিভা নয়ন রঞ্জন॥
বালক প্রবীণ, জ্ঞানী অর্ব্বাচীন,
হেরিয়ে নয়নে সজ্জিত সুন্দর।

বিজ্ঞানের বিভা, উজ্জ্বল প্রতিভা,
ধায় দ্রুত পদে প্রফুল্ল অন্তর ॥
বিষয় বাসনা, প্রণয় কামনা,
নাহি চায় কেহ, বিজ্ঞানে মাতিয়া।
এ মহী মণ্ডলে, এ হেন কৌশলে,
নাহি পারে কেহ, লইতে ডাকিয়া ॥
নানা প্রলোভন, মানবে যেমন,
আশার আশায় নিয়ত ঘুরায়।
অথবা নকুল, করিয়া আকুল,
অনায়াসে যথা ভ্রমরে নাচায় ॥
বিজ্ঞান হৃদয়, নিত্য শোভাময়,
মধুর মধুর মাধুরী অপার।
সবাকার মন, করে আকর্ষণ,
অলক্ষিতে যেন কি কল তাহার ॥
দেখাতে সকলে, অপূর্ব্ব কৌশলে,
প্রকৃতি সুন্দরী বসেছে সাজিয়া।
নগরে নগরে, পাহাড়ে সাগরে,
অতুল শোভায় ভুবন ভরিয়া ॥
অণু পরমাণু, পতঙ্গ কীটাণু,
চন্দ্র, সূর্য্য আদি গ্রহ তারাগণ।

দ্রুত ইরম্মদ, ধাতু অষ্টাপদ,
তরুলতাবন, অপূর্ব্ব দর্শন ॥
ভূচর খেচর— মানুষ বানর,
পশু পক্ষী আদি প্রাণী বহুতর।
আনন্দে মাতিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
বিজ্ঞান হৃদয়ে খেলে নিরন্তর ॥
প্রস্ফুটিত ফুলে, কিংবা তরু মূলে,
ফলের সহিত সকলে মিলিয়া।
পল্লব কুট্মল, অতি নিরমল,
স্তরে স্তরে আহা রয়েছে সাজিয়া ॥
এ নহে কল্পনা, প্রকৃত ঘটনা,
নয়ন ভরিয়া, সদা দেখাযায়।
তীর্থ পর্য্যটনে, ব্রত পরায়ণে,
মিলেনা এ শান্তি, কদাচ ধরায় ॥
জ্ঞানের তৃষ্ণায়, সকলেই ধায়,
জীবিত যতেক মানব এ ভবে।
নাহি অন্যভাব বিষয় প্রভাব,
বিজ্ঞানে মাতিয়া ধায় উচ্চরবে ॥
পুলকিত মনে, প্রগাঢ় যতনে,
প্রকৃতি মথনে ধাইছে সবাই।

করে দরশন, শকতি যেমন,
প্রকৃতি হৃদয় মনোহর ঠাঁই ॥
জ্যোতিষ গণিত, বিদ্যার সহিত,
বসিয়া বিরলে বিজ্ঞান হৃদয়ে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া, নয়ন ভরিয়া,
দেখে সমুদয় উৎসাহ উদয়ে ॥
আশ্চর্য্য গঠন, দূর-দরশন,
অণুবীক্ষণাদি কারু চমৎকার।
জর্ম্মাণ, ফ্রেন্সিয়া, তল্লাস করিয়া,
নূতন নূতন করে আবিষ্কার ॥
শির বিমণ্ডিত, ভারত পণ্ডিত,
ঘরেতে বসিয়া করে হাহাকার।
ঠিকুজী গণিয়া, কর ঘুরাইয়া,
ব্যস্ত নিরন্তর আর্য্যের কুমার।
বিজ্ঞান হৃদয়ে, গুণী জ্ঞানী চয়ে,
কত মতে করে কত আবিষ্কার।
জ্ঞানের প্রভাবে, স্বভাবে স্বভাবে,
চারু চমৎকার হেরে অনিবার।
কেহবা সাগরে, কেহবা পাহাড়ে,
কাননে বিপিনে কেহ হ্রদে পাশে।

উড়ি বায়ুভরে, উঠিয়া উপরে,
গ্রহপথ কেহ খুঁজিছে আকাশে।
ভূধর কন্দর, অবনী জঠর,
অতল জলধি অলক্ষ্য গগন ॥
তারায় তারায়, আলোক রেখায়,
আর কত কিছু নাহি নিরূপণ।
অনল তুফানে, বাষ্পীয় বিমানে,
দিবাকর দীপ্তি তেজ বিকীরণ।
চাঁদের ভিতর পাহাড় গহ্বর,
ক্রুশ সিঙ্গা আদি ধূমকেতুগণ।
ঋষি ভৃগু যোগ, করে একযোগ,
চড়িয়া সুন্দর বিজ্ঞানের রথে।
বিদ্বৎ নিকর, করিছে প্রসর,
প্রকৃতির কৃতি ঘাটে মাঠে পথে।
কি কব কাহাকে, বিধির বিপাকে,
আজিও ভারত খেলিছে পুতুল।
মেলিয়ে নয়ন, করে না দর্শন,
বিজ্ঞানের বিভা কেমন অতুল! (৯৮)

আধ্যাত্মিক রাজ্য।

একদা নিশেথে, ভাবিতে ভাবিতে,
শয়ন কণ্টক, হইল উদয়,
ভাবিয়া চিন্তিয়া, চিন্তাকে লইয়া,
করিলাম সুখে বাহিরে গমন।
কণ্টকী তরুর তলাতে যাইয়া,
বসিলাম সুখে আসন পাইয়া,
আসি আত্মজ্ঞান, অমৃত সমান,
আরম্ভিল কথা মজাইয়া মন।
আধ্যাত্মিক রাজ্য মানস মোহন,
পরম পবিত্র পূণ্যের সদন,
সে রাজ্যেতে রাজা, আত্মা মহারাজ,
বিরাজে সতত হিরণ্য আসনে।
অখণ্ড অনন্ত প্রতাপ তাহার,
অপূর্ব্ব শাসন নাহি ব্যভিচার,
শঠতা চাতুরী কুটিলতা কাল,
প্রমাদ গণিয়া রত পলায়নে।
আপনি সম্রাট করেন বিচার,
নাহি পক্ষপাত নাহি অবিচার,

ভারতী-জীবিকা-জীবের আদর,
নাহিক তথায় মরি কি সুন্দর।
আধ্যাত্মিক রাজ্যে জীব যুবরাজ,
প্রবৃত্তির সঙ্গে করিছে বিরাজ,
বিশ্বাসী বিবেক বৃদ্ধ মন্ত্রীবর,
সম্রাটের ভক্ত প্রিয়অনুচর।
আদেশ প্রকাশ কার্য্যটী তাঁহার,
করিছে সতত না করি বিচার,
করেনা করেনা বিবেক কখন,
অসত্য প্রকাশ সত্যের গোপন।
মন সম্পাদক করে সম্পাদন,
শক্তির সহিত হইয়া মিলন,
কার্য্য সমুদয়, নাহিক বিরাম;
কর্ত্তব্য কুশল মন বিচক্ষণ।
ন্যায় বিবেচনা করে দরশন,
হতেছে কোথায় কি কার্য্য কেমন,
একাগ্রতা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি
করে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠান।
সেনাপতি ধৈর্য্য বিক্রমে গভীর,
বিদ্রোহ বিবাদে হয়না অস্থির,

নাহি ভয় ক্লেশ, নাহি পরিতাপ,
ভ্রমেও করেনা কুদণ্ড সন্ধান।
শম দম দক্ষ প্রহরী যুগল,
দিতেছে সতত পাহাড়া কেবল,
নিষ্ঠারতি প্রেম, শান্তির সহিত,
গাইছে সঙ্গীত ললিত মোহন।
নাহিক তথায় রোগ, তাপ, ভয়,
পরাভূত কাল-কিঙ্কর-নিচয়,
ক্ষমা, উদ্দীপনা, উৎসাহ, সাহস,
বাৎসল্য, মমতা, করে বিচরণ।
তথায় আনন্দ, অনন্ত, বিজ্ঞান,
মধুর অমৃত, শান্ত-শুদ্ধ-প্রাণ,
বিশ্বাস, বৈরাগ্য বিনয়, চৈতন্য,
বিহরে সন্তোষ, যেন চিরচর।
তথায় সরলা, মুক্তি, চিন্তা, আশা,
ভক্তি, বিদ্যা, শান্তি, প্রীতি, ভালবাসা,
একাগ্রতা সতী, ইচ্ছা বুদ্ধিমতী,
প্রতির সহিত খেলে নিরন্তর।

পার্থিব জগতে পার্থিব ব্যাপার,
হাতে হাতে নাকি হয় যে প্রকার,
সেরূপ সে রাজ্যে প্রবৃত্তি সকল,
কর্ম্ম সমুদয়, করে সম্পাদন।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মৎসরতা,
মোহ আদি ছয় রিপুর দীনতা,
সতত সে রাজ্যে, নহেত কল্পনা,
দেখনা সুজন মেলিয়া নয়ন।
সেইত অপূর্ব্ব রাজ্য শোভাকর,
পারেনা দেখিতে চঞ্চল অন্তর,
নারদ শঙ্কর, শাক্য সনাতন,
দেখিত সে রাজ্য, মুদিয়া নয়ন।
আমরা তাদের দীন বংশধর,
বেড়াতেছি ঘুরি, বিশ্বচরাচর,
কিমতে দেখিব, আধ্যাত্মিক রাজ্য,
চঞ্চল বিক্ষিপ্ত সদা প্রাণ মন।
চিন্তা সহচরী কহিল তখন,
চল যাই গেহে, হৃদয় রতন,

দেখিব উভয়ে, হৃদয়ে হৃদয়ে,
আধ্যাত্মিক রাজ্য শোভার সদন।
আত্ম জ্ঞান তায়, দিল আসি সায়,
চলিলাম তিনে গেহে পুনরায়,
তখনি তখনি, হল মহাবাণী,
"দেখিবে সে রাজ্য হলে মহাজন।
হইল শিরেতে যেন বজ্রাঘাত,
মস্তকেতে দিয়া দুইখানি হাত,
বসিলাম পুনঃ সেইত আসনে,
আসিল সহসা দুঃখের ক্রন্দন।
আসিয়া সান্ত্বনা তখনি তখন,
কহিল কৌতুকে প্রবোধ বচন,
করয়ে করয়ে সাহসে নির্ভর,
হবে একদিন, সে রাজ্য দর্শন। (৯৯)

পূর্ণ মানব।

পূর্ণ মানবের, চিত্র চমৎকার,
দেখরে দেখরে, নয়ন আমার;
অখণ্ড খণ্ডিত, পরম পণ্ডিত,
পূর্ণ মানবের, পূর্ণ ব্যবহার।
পূর্ণ প্রেমানন্দে হারাইয়ে জ্ঞান,
পূর্ণ পরমেশে সদা করে ধ্যান,
প্রাণের ভিতর, দেখিয়া ঈশ্বর,
হাসে নাচে কত, মাতায়ে সংসার
আত্মাতে, ঈশ্বরে, করিয়াছে এক,
জাগিয়াছে তার বিশ্বাস বিবেক,
নাহিক তাহার আত্ম পর আর,
সকলি সুহৃদ প্রীতির আধার।
করেছে সেজন, বিভুর চরণে,
আত্মসমর্পণ, পুলকিত মনে,

নাই অহঙ্কার, জাতির বিচার,

ব্রহ্মতত্ত্ব করে, পুলকে প্রচার।

হয়েছে সতর্ক সাবধান অতি,

দিয়াছে প্রেমিক, প্রিয় কার্য্যে মতি,

প্রস্তর উপরে, প্রশান্ত অন্তরে,

করিছে নিৰ্ম্মাণ, গৃহ আপনার।

অপূর্ণ মানব, সে গৃহে বসিয়া,

লভিছে পূর্ণত্ব, হাসিয়া নাচিয়া,

করি উপাসনা, ব্যাকুল প্রার্থনা,

লভিছে নির্ব্বাণ, আরাম অপার।

সালোক্য সাযোজ্য, সামীপ্যে তাহার,

নাহি অভিরুচি আশার সঞ্চার,

পেয়েছে নির্ব্বাণ, দুঃখ হীন প্রাণ,

স্বর্গীয় শান্তির, সুধার আসার।

একদিন যথা মহর্ষি গৌতম,

পেয়েছিল শান্তি নির্ব্বাণ উত্তম,

চাও যদি প্রাণ, সে মহা নির্ব্বাণ,

কররে সাধনা, হবে ভবপার,

বলেছিল যথা যীশু একদিন,
পিতা, পুত্র, এক, ভক্ত নহে দীন,
অঙ্গ আভরণ, কর সর্ব্বক্ষণ,
ক্ষমা, প্রেম দয়া, পাবে উপকার,
বলেছিল যথা চৈতন্য নানক,
হইয়ে পাগল, ভক্ত প্রচারক,
রুচি হ'ক নামে, যাবে স্বর্গধামে,
জীবে কর দয়া, খোলা স্বর্গ দ্বার,
এ হেন পূর্ণত্ব লভিতে কখন,
পারিবে কি মম, মায়া মুগ্ধ মন,
সাহস করিয়া, দেখনা উঠিয়া,
যাইতে চাহিলে ভবসিন্ধু পার।
তোমাতে ব্রহ্মেতে সম্বন্ধ মধুর,
অপূর্ণ থাকিয়া, রাখিওনা দূর,
লও পূর্ণ জ্ঞান, হও পূর্ণ প্রাণ,
কর পূর্ণ ধ্যান, পাইবে নিস্তার।
পূর্ণ ঈশ্বরের দেখ পূর্ণ খেলা,
পূর্ণ ভাবে তাঁর, হয়ে পূর্ণ চেলা,

অপূর্ণতা যত, কর পূর্ণ হত,

গাও পূর্ণ ভাবে, প্রণব ওঙ্কার।

আনিবে পূর্ণত্ব, প্রণব ওঙ্কার,

রবেনা রবেনা, ভাবনা তোমার,

একত্ব লভিয়া, যাইবে মিশিয়া,

নাহি রবে ধ্বনি আমার আমার। ([illegible]০)

নিবেদন।

নিবেদন, নিত্যধন, দরশন দাও হে।

নাহি জ্ঞান, চাহি ত্রাণ, ভক্ত প্রাণ চাও হে॥

কর ভূত, অভিভূত, তুমিপূত স্বামী হে।

চাহিনাশ, অবিনাশ, ভাবী-আশ আমি হে॥

বলবান, ক্রিয়মান, বর্ত্তমান কাল হে।

দেহ প্রাণ, হিতজ্ঞান, অনুষ্ঠান ভাল হে॥

কার্য্যকাল, অজঞ্জাল, কালকাল অতি হে।

চিদঘন, প্রাণমন, আকিঞ্চন গতি হে॥

করি নাশ, অষ্টপাশ, চির দাস কর হে।
অবিশ্রান্ত, বিয়োগান্ত, দীনকান্ত হর হে॥
বিঘ্নহর, বিশ্বেশ্বর, চিত্তচর ধন হে।
দেখ নত, ভূমিগত, অনুগত জন হে॥
প্রণিপাত, কৃপা নাথ, দৃষ্টিপাত, চাই হে।
আমি অতি, মূঢ় মতি, নিষ্ঠারতি নাই হে॥ (১০১)

